CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-184 ■ 4 April, 2026 ■ আগরতলা ৪ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ২০ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

কংগ্রেস আসামকে অনুপ্রবেশকারীদের আখড়ায় পরিণত করেছিল ঃ অমিত শাহ

গুয়াহাটি, ৩ এপ্রিল (আইএএনএস)।। শুক্রবার গোয়ালপাড়া জেলার দুধনৈতে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেন যে, আসামের মানুষ রাজ্যের সংস্কৃতি, পরিচয় এবং ভবিষ্যৎ সুরক্ষার লক্ষ্যে 'এনডিএ-কে পুনরায় নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে'।

উত্তেজিত জনসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যে আসামের যুবকদের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করেছে এবং গত কয়েক দশক ধরে রাজ্যে অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রেখেছে। এর বিপরীতে তিনি বলেন, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকার একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং প্রায় ১০,০০০ যুবককে অস্ত্র ত্যাগে রাজি করিয়ে মূলধারায় ফিরিয়ে এনেছে। অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়ে তিনি অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেস আসামকে অনুপ্রবেশকারীদের একটি আখড়ায় পরিণত করেছিল। তিনি বলেন, 'আমরা সকল অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করেছি। আমাদের আরও পাঁচ বছর সময় দিন, আমরা তাদের প্রত্যেককে বিতাড়িত করব,'তার এই কথায় জনসমাবেশে উপস্থিত জনতার মধ্যে প্রবল হর্ষধ্বনি ও করতালির সৃষ্টি হয়।

জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলোর কথা তুলে ধরে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, আসামের প্রতিটি জেলায় একটি করে বৃহৎ দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিবারগুলোকে গবাদি পশু পালনে সহায়তা প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, 'এটি কেবল একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নয়। সমবায় মন্ত্রী হিসেবে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে, এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়ন করা হবে।'

আদিবাসী সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার কৃতিত্ব তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেন এবং এর বিপরীতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি কংগ্রেসের অবহেলাকে তুলে ধরেন। দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করার প্রসঙ্গ টেনে শাহ বলেন, এটি আদিবাসীদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি ক্ষমতায় এসে আসন পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বাংলা ভাগ করবে ঃ মমতা

কলকাতা, ৩ এপ্রিল ।। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার দাবি করেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) যদি রাজ্যে ক্ষমতায় আসে, তাহলে বিধানসভা আসন পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করার চেষ্টা করা হবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করার পরিকল্পনা করছে। তাঁর অভিযোগ, বিহারের কিছু অংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকা নিয়ে আলাদা রাজ্য গঠনের ছক কষা হয়েছে। তিনি বলেন, ওরা ক্ষমতায় এলে তবেই সেটা সম্ভব হবে। তাই আমাদের আবারও ওদের হারাতে হবে। এদিন সভায় উপস্থিত জনসাধারণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করে প্রকৃত ভোটারদের ভোটদান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা হতে পারে। কোনও রকম ঢিলেমির জায়গা নেই। আমি আমার ভাই-বোনদের বলছি, অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, বলেন তিনি।

এছাড়াও মালদা জেলার কালিয়াচকে বিচারিক আধিকারিকদের হেনস্থার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মোফাক্কারুল ইসলাম-কে গ্রেফতারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সিআইডি-র প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, জাতীয় তদন্ত সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) পৌঁছানোর আগেই সিআইডি অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি একটি আউটসোর্সড সংস্থার মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করতে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলেন, ওরা আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর চাইছে। কোনওভাবেই সেই তথ্য দেবেন না।

পরবর্তীতে রায়গঞ্জে আরেকটি জনসভায় তিনি জানান, বিজেপি কোন কোন সংস্থার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকা এনে রাজ্যে বিলি করার পরিকল্পনা করছে, সে বিষয়ে তাঁর কাছে পূর্ণ তথ্য রয়েছে। "সময় মতো সব প্রকাশ করব," বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিশালগড় গুলিকান্ডে আরও এক অভিযুক্ত আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ এপ্রিল ।। বিশালগড়ে ঠিকেদারের বাড়িতে ঘটে যাওয়া গুলিকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশ আরও এক কুখ্যাত অভিযুক্তকে আটক করেছে। আটক সমরদ্বীপ বর্ধন ওরফে সাগরকে মধুপুর এলাকা থেকে বিশালগড় থানার পুলিশ আটক করে। ঘটনার পর থেকেই পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে আসছিল এবং সেই অভিযানের ফলেই তাকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। তবে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রণবীর দেবনাথ ও সোহেল এখনো অধরা রয়েছে। পুলিশ এখনো পর্যন্ত রণবীর ও সোহেলকে আটক করতে পারছে না।

জানা গেছে, সোহেলের বাড়ি বিশালগড় বিধানসভা এলাকার ২ নং চন্দ্রনগরটিলা এলাকায় হলেও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইভিএম নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে ত্রিপুরায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারে অনিয়মের অভিযোগ তুলল সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাম নেতারা দাবি করেন, রাজ্যে পর্যাপ্ত ভিভিপ্যাট সংযুক্ত ইভিএম থাকা সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশ থেকে আনা ভিভিপ্যাটবিহীন ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ৩০ সদস্যবিশিষ্ট ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর নির্বাচন আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে ৯ এপ্রিল উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।

বামফ্রন্ট কমিটির আহ্বায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে জানান, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে বাম দল, কংগ্রেস ও অন্যান্য কয়েকটি দল ভিভিপ্যাট সংযুক্ত ইভিএম ব্যবহারের দাবি জানায়। তবে বিজেপি এই দাবির সঙ্গে একমত হয়নি এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মনোজ কুমার সেই দাবি খারিজ করে দেন।

মানিক দে অভিযোগ করেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে" কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচন ও বিধানসভা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় মাদকদ্রব্য চোরাচালান রুখতে বড় পদক্ষেপ ইডি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। ত্রিপুরায় মাদকদ্রব্য চোরাচালান রুখতে বড় পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আগরতলা সাব-জোনাল অফিস থেকে ইডি মোট ১৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তিনটি প্রসিকিউশন কমপ্লেইন্ট দাখিল করেছে। এই অভিযোগগুলি দায়ের করা হয়েছে প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২-এর ৪৪ ও ৪৫ ধারায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিশেষ আদালতে।

ইডির তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই তিনটি মামলাই এনডিপিএস আইন, ১৯৮৫-এর অধীনে সংঘটিত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত এবং সংগঠিত মাদক পাচার থেকে অর্জিত অবৈধ অর্থ পাচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

জিরানিয়া থানায় দায়ের হওয়া একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে লিটন সাহা ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে ইডি। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ২১(সি) ও ২৯ ধারায় মামলা রুজু হয়। পরে ৩১ মে ২০২৪ তারিখে সোনামুড়া বিশেষ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে ত্রিপুরা পুলিশ। তদন্তে উঠে আসে, লিটন সাহা অবৈধভাবে কোডিনযুক্ত কফ সিরাপ (এসকফ) পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পুলিশের হাতে ৯,৫৯০ বোতল কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত হয়। এগুলি তার পরিবহন সংস্থা 'এম/এস স্বস্তিক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা অভিযুক্ত পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩ এপ্রিল।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম থানাধীন হার্বাতলী এলাকায় এক গৃহবধূকে দিনের আলোয় ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত শান্তিমোহন ত্রিপুরা, যিনি নির্যাতিতার প্রতিবেশী বলে জানা গেছে, বর্তমানে পলাতক। সূত্রের খবর, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে অসুস্থতার কারণে ওই গৃহবধূ বাড়িতে একা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সুযোগে অভিযুক্ত ঘরে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। তবে গৃহবধূর প্রবল প্রতিরোধ ও চিৎকারে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

প্রথমদিকে লোকলজ্জার ভয়ে বিষয়টি প্রকাশ না করলেও, পরবর্তীতে সাহস সঞ্চয় করে পরিবারের সহায়তায় সাব্রুম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা।

পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে অভিযুক্ত এখনও পলাতক রয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

থানসা স্লোগানের আড়ালে উন্নয়নের টাকা লুটের রেকর্ড গড়েছে মথা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। গত ৫ বছর ধরে "থানসা" স্লোগানের আড়ালে উন্নয়নের টাকা লুটের রেকর্ড গড়েছে তিপ্রা মথা। গায়ের জোরে কখনো মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় না। জনবিচ্ছিন্ন তিপ্রা মথা সাধারন তিপ্রাসাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে, দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে বিজেপির জয় আটকাতে পারবে না। তাই এই দুর্নীতিবাজ দলকে এডিসি থেকে সরিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে একটি উন্নয়নবান্ধব সরকার গড়তে হবে। আজ ১৭ পেকুয়াজলা জন্মেজয়নগর কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী মজী দেববর্মার সমর্থনে গাবর্দী বাজারে আয়োজিত এক জনসমাবেশে সম্বোধন করতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

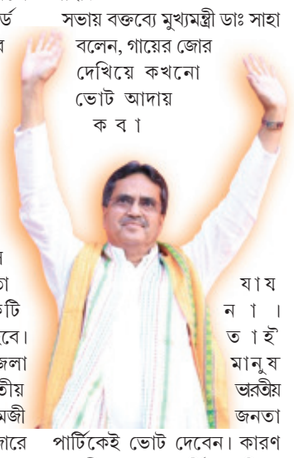

সভায় বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, গায়ের জোর দেখিয়ে কখনো ভোট আদায় করা যায় না। তাই মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকেই ভোট দেবেন। কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি গুন্ডামিতে বিশ্বাস করে না। তারা শান্তির কথা বলে যে শান্তি চায়, শান্তি চায়। কত রকমের অ্যাকটিং করে। আর অশান্তির বাতাবরণ সারা ত্রিপুরায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা ১০০ শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি সবসময় ভাবি যে আমি আপনাদেরই একজন। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাদেরই পার্টি। আমরা জাতি জনজাতি সবাই এক। আপনাদের কথা আমরা সবসময় ভাবি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও আপনাদের কথা ভাবেন ও সেভাবে কাজ করেন। আমাদের সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জনজাতিদের কথা চিন্তা করেন। যেটা আগে কেউ এভাবে চিন্তা করতেন না।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের কায়দায় এখানেও তারা গুন্ডামির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নলছড়িতে উত্তেজনা: বিজেপির প্রচার গাড়িতে হামলা, কাঠ গড়ায় মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। ২৭ নং বুরাতলী কেন্দ্রের অন্তর্গত নলছড়ি এলাকায় নির্বাচনী প্রচারকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের নির্বাচনী প্রচার গাড়িতে হামলা চালিয়েছে তিপ্রা মথার সমর্থকরা। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রাক্তন বিধায়ক শংকর রায়ের উপস্থিতিতে একটি জনসভা চলাকালীন হঠাৎ করেই তিপ্রা মথার সমর্থকরা সেখানে হামলা চালায়। এই সময় বিজেপির একটি প্রচার গাড়িতে ভাঙচুর করা হয় বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে সেখানে উপস্থিত বিজেপি নেতাকর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ প্রশাসন। এদিকে, প্রচার গাড়ির চালক জানিয়েছেন, তিনি আগরতলা থেকে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার গাড়ি নিয়ে নলছড়ি এলাকায় পৌঁছান। সেই সময় প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন তিপ্রা মথা সমর্থক গাড়িটির দিকে এগিয়ে আসে এবং ভাঙচুর চালায়। এমনকি, চালকের ওপরও হামলার চেষ্টা করা হয় বলে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রাল্যান্ড কেবলই স্লোগান বাস্তব সম্মত নয় ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। কিছু আঞ্চলিক দল তিপ্রাল্যান্ড, থানসা ইত্যাদি স্লোগান তুলছে, কিন্তু বাস্তবে এসব সম্ভব নয়। তারা শুধু জনজাতি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। একমাত্র বিজেপিই জনজাতি এলাকার প্রকৃত উন্নয়নে কাজ করছে।

আজ বোধজংনগর-ওয়াকিনগর কেন্দ্রের বীরমোহনবাড়িতে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রনবীর দেববর্মার সমর্থনে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আজ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এর উপস্থিতিতে ৯০ পরিবারের ২৭৩ জন ভোটার তিপ্রা মথা দল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে দলে যোগদান করেন।

পরবর্তীতে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বোধজংনগর-ওয়াকিনগর কেন্দ্রের অন্তর্গত খাস নোয়াগাও এলাকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উঠান সভায় ১৮ পরিবারের ৬৫ জন ভোটার সিপিআইএম তিপ্রা মথা দল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে দলে যোগদান করেন। তিনি ঐদিন দক্ষিণ আর সি নগর এ ও একটি নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মানুষকে বিনামূল্যে চাল দেওয়া হচ্ছে। তিপ্রামথা বা সিপিআইএম কেউই আগে এই সুবিধা দেয়নি। ৬,০০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৪,০০০ পরিবার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুদ্ধের আঁচ পড়েছে বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বামুটিয়া, ৩ এপ্রিল ।। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান, ইসরাইল এবং আমেরিকা-কে ঘিরে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ পরিস্থিতি যেন বিশ্ব অর্থনীতিতে এক অস্থিরতার ঝড় তুলেছে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম ঊর্ধমুখী, তারই প্রভাব এসে পড়েছে ভারতের বাজারেও।

রান্নার গ্যাস ও বাণিজ্যিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও কঠিন করে তুলছে। এই বৈশ্বিক অস্থিরতার আবহকে সামনে রেখে ত্রিপুরার বামুটিয়া কালী বাজারে ঘটেছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। হঠাৎ করেই চায়ের দাম ৫ টাকা থেকে বেড়ে ১০ টাকায় পৌঁছে গেছেযা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের মতে, এটি কোনো স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নয়, বরং পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অযৌক্তিকভাবে দাম বাড়ানো হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, আগরতলা সহ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চারদিন ধরে পানীয় জল নেই

সুরাহা না হলে সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ এপ্রিল।। বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকার গ্রামবাসীরা। শুক্রবার দুপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তারা এই হুঁশিয়ারি দেন। অভিযোগ বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে থাকা পানীয় জলের পাম্প মেশিনের চালক বাপন সাহা গত চারদিন ধরে মেশিন চালাচ্ছেন না।

গ্রামবাসীদের দাবি তিনি বাজারের চৈত্র মেলায় দোকানদারি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় নিয়মিতভাবে পাম্প চালানো হচ্ছে না, যার ফলে বিশ্রামগঞ্জ বাজার ও আশপাশের এলাকায় তীব্র জল সংকট দেখা দিয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানা সংলগ্ন এলাকার মহিলারা একত্রিত হয়ে জানান, চারদিন ধরে জলের সাপ্লাই বন্ধ থাকায় তাদের বাড়িতে এক ফোঁটা পানীয় জল নেই। স্নান রান্না, থালা বাসন পরিষ্কার, জামাকাপড় ধোয়া এমনকি শৌচালয়ের কাজও বন্ধ হয়ে পড়েছে।

চৈত্র মাসে বাড়ির দৈনন্দিন কাজের জন্য জলের প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়, কিন্তু সাপ্লাই বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তারা। জলের ট্যাংকের পাশে থালা-বাসন ও জামাকাপড় জমিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তারা।

গ্রামবাসীদের দাবি, এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছিল এবং তখন তারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। পরে কিছুদিন পাম্প মেশিন নিয়মিত চালানো হলেও আবার একই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও এখনও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। তাদের বক্তব্য যদি বর্তমান চালক এই দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে না পারেন তাহলে অন্য কাউকে নিয়োগ করা হোক যাতে এলাকাবাসী নিয়মিত পানীয় জল পেতে পারে ক্ষুব্ধ মহিলারা রাজ্য সরকারের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়ে বলেন আজকের মধ্যেই পানীয় জলের সাপ্লাই চালু না হলে তারা বালতি ও কলস নিয়ে জাতীয় সড়কে বসে অবরোধ করতে বাধ্য হবেন। এখন সংবাদ প্রকাশের পর বিশ্রামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা এলাকার জলবঞ্চিত মানুষ।

CMYK

Page 1.pmd 1 04-04-2026, 01:11

জাগরণ আগরতলা,৪ এপ্রিল ২০২৬ইং
২০ চৈত্র, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নৌসেনায় তৃতীয় পারমাণবিক সাবমেরিন

ভারতীয় নৌসেনার তৃতীয় দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি পারমাণবিক সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ হইলো আইএনএস আরিধমান। এটি এস৪ কোডনামেও পরিচিত।আজ ৩ এপ্রিল ২০২৬, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বিশাখাপত্তনমে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে নৌসেনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এটি অরিহন্ত ক্লাসের তৃতীয় সাবমেরিন, তবে এটি আগের দুটি আইএনএস আরিধমান থেকে আকারে বড় এবং অনেক বেশি শক্তিশালী।এতে কে৪- ব্যালিস্টিক মিসাইল মোতায়েন করা যাইবে, যাহার পাল্লা প্রায় ৩,৫০০ কিলোমিটার। এছাড়া এটি ৩টি কে-১৫ মিসাইলও বহন করিতে সক্ষম ,যাহার পাল্লা ৭৫০ কিমি।এতে মোট ৮টি ভার্টিক্যাল লঞ্চ টিউব রহিয়াছে, যাহা প্রথম সাবমেরিন আইএনএস অরিহন্তের তুলনায় দ্বিগুণ। এটি একটি ৮৩ মেগাওয়াটের অত্যন্ত আধুনিক নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর দ্বারা চালিত, যাহা দীর্ঘ সময় জলের নিচে নিঃশব্দে থাকিতে সাহায্য করে।বর্তমানে ভারতের হাতে সক্রিয়ভাবে যে পারমাণবিক সাবমেরিনগুলো রহিয়াছে:প্রথম দেশীয় পারমাণবিক সাবমেরিন। দ্বিতীয় পারমাণবিক সাবমেরিন।তৃতীয় এবং বর্তমানের সবচেয়ে উন্নত সংস্করণ।ভারতের ''নিউক্লিয়ার ট্রায়াড'' (স্থল, আকাশ ও জলভাগ থেকে পারমাণবিক হামলা চালানোর ক্ষমতা) পূর্ণতা পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সাবমেরিনটি একটি বড় মাইলফলক। এটি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে আরও সুসংহত করিবে।

আধুনিক রণকৌশল বলিতেছে, একটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের উপর অন্য একটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র যদি পরমাণু হামলা চালায়, তাহা হইলে এমন ভাবে হামলা চালানো হইবে যাহাতে প্রতিপক্ষের ভূখণ্ডে যত পারমাণবিক পরিকাঠামো রহিয়াছে, সেগুলির সব ক'টিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া যায়। সেই কারণেই 'সেকেন্ড স্ট্রাইক ক্যাপাবিলিটি' বা পরমাণু হামলা চালানোর বিকল্প পরিকাঠামো হাতে থাকা জরুরি।শত্রুর বুকে ভয় ধরাইয়া শক্তি বাড়াইতেছে ভারত! শুক্রবার ভারতের তৃতীয় দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত পারমাণবিক সাবমেরিন আইএনএস 'আরিদমন' উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং! এদিন ইঙ্গিতবাহী পোস্ট করেন রাজনাথ। সেখানে তিনি লিখিয়াছেন, ''কেবল কথার কথা নয়, এটি শক্তির প্রতীক। 'অরিদমন'!''

পারমাণবিক সাবমেরিনের মোটামুটি দু'টি শ্রেণি রহিয়াছে। যাহার অন্যতম হইল 'শিপ সাবমার্সিবল ব্যালেস্টিক নিউক্লিয়ার' বা এসএসবিএন। এরা এক দিকে যেমন পরমাণু শক্তি দ্বারা চালিত, পাশাপাশি পারমাণবিক হামলাতেও সক্ষম। অরিদমন তৈরি করিয়াছে এলঅ্যান্ডটি। বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রে এটি নির্মিত হইয়াছে। এই ডুবোজাহাজে ৭৫০ কিলোমিটার পাল্লার কে-১৫ এবং অনির্দিষ্ট সংখ্যক কে-৪ পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল থাকিবে, যাহার পাল্লা ৩,০০০ কিলোমি:। আধুনিক রণকৌশল বলিতেছে, একটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের উপর অন্য একটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র যদি পরমাণু হামলা চালায়, তাহা হইলে এমন ভাবে হামলা চালানো হইবে যাহাতে প্রতিপক্ষের ভূখণ্ডে যত পারমাণবিক পরিকাঠামো রহিয়াছে, সেগুলির সব ক'টিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া যায়। সেই কারণেই 'সেকেন্ড স্ট্রাইক ক্যাপাবিলিটি' বা পরমাণু হামলা চালানোর বিকল্প পরিকাঠামো হাতে থাকা জরুরি। স্থলভাগে যে সব পরমাণু পরিকাঠামো রহিয়াছে, সেগুলিতে প্রতিপক্ষ হামলা চালাইতে সক্ষম হইলেও সমুদ্রের গভীরে লুকিয়ে থাকা পরমাণু অস্ত্রের ক্ষতি করা সম্ভব হয় না।কারণ পরমাণু অস্ত্র নিয়া নিউক্লিয়ার সাবমেরিন কোথায় কখন লুকাইয়া থাকে, তাহা প্রতিপক্ষ বুঝিতেই পারে না। আর সেই কারণেই এই ধরনের সাবমেরিন যত বেশি হাতে থাকিবে ততই চিনের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের হৃদয়ে কাঁপন ধরাইবে ভারত। ১৯৭১-এ ভারত-পাক যুদ্ধের পরই জলপথে পারমাণবিক সক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিল ভারত। প্রক্রিয়া শুরু হয় তখনই। অবশেষে ২০১৬ সালে শেষের দিকে প্রথম সেনার হাতে আসে 'অরিহন্ত'। ২০২৪ সালে অরিঘাত পায় সেনা। এবারে তিন নম্বর পারমাণবিক সাবমেরিন অরিদমন পাইয়াছে নৌসেনা।

পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পেছনের ইতিহাস

নাগিব বাহার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুক্তরাজ্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো কমনওয়েলথ থেকে পাকিস্তানকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। সেই ভুট্টোই দুই বছরের মাথায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে আলিঙ্গন করে উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করে নিয়েছিলেন লাহোর বিমানবন্দরে। লাহোর বিমানবন্দরে সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান সহ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানানো হয় ২১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে 'গার্ড অব অনার' দিয়ে। কূটনৈতিক শিষ্টাচার মেনে উত্তোলন করা হয় বাংলাদেশের পতাকা, লাউড স্পিকারে বাজানো হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

তারিখটি ছিল ২৩শে ফেব্রুয়ারি, সাল ১৯৭৪। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকার পর সেটিই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম পাকিস্তান সফর। লাহোরে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স, ওআইসি'র দ্বিতীয় সম্মেলনে অংশ নিতে যাওয়া বাংলাদেশের সাত সদস্যের দলের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিব। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল যদিও ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতেই লাহোর গিয়েছিল, তারা সম্মেলনের শহরে পৌঁছায় তিন দিনের সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন — মূল সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর একদিন পর। কারণ আগের দিন ২২শে ফেব্রুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দেয়ার পরই শেখ মুজিব লাহোরে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। লাহোরে অনুষ্ঠিত হওয়া ওআইসি'র সেই সম্মেলনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাই ছিল বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেয়া। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম গুলোয় ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আনুষ্ঠানিকতা ও সেটির সাথে সম্পৃক্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো।

ভুট্টোর অবস্থান পরিবর্তন

বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে মি. ভুট্টো এতটাই একগুঁয়ে ছিলেন যে ৭২'এর জানুয়ারিতে একাধিক দেশের সাথে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন তিনি। সে বছর যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমসের ১৪ই জানুয়ারির প্রতিবেদনে খবর প্রকাশ করা হয় যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় ভারতের পর বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড আর মঙ্গোলিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে পাকিস্তান। বাংলাদেশকে যেই দেশ স্বীকৃতি দিবে, সেই দেশের সাথেই পাকিস্তান সম্পর্ক ছিন্ন করবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি।

দুই বছরের মধ্যেই মি. ভুট্টোর মনোভাব ইউ-টার্ন নেয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের চাপ আর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশে থাকা ৯০ হাজারের বেশি যুদ্ধবন্দীকে — যাদের মধ্যে সেনা কর্মকর্তা ছাড়াও নারী ও শিশু সহ বেসামরিক ব্যক্তিও ছিলেন — আটক করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে। আবার পাকিস্তানেও আটকে পড়েছিল প্রায় চার লাখ আটকে পড়া বাংলাদেশি। এর সাথে বাংলাদেশে আটকে পড়া উর্দুভাষী বিহারিদের হস্তান্তরের বিষয়টিও তখন সমাধান হয়নি।

বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের সরাসরি কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকায় এই যুদ্ধবন্দীদের পাকিস্তানে ফেরানোর প্রক্রিয়া সেসময় বিলম্বিত হচ্ছিল। এই যুদ্ধবন্দীদের ফেরানোর নীতিমালা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ এর জুলাইয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সিমলা চুক্তি হয় ও তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালের অগাস্টে দিল্লি চুক্তি হয়। এরপর ১৯৭৩'এর সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় যুদ্ধবন্দীদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া। এই যুদ্ধবন্দীদের ফেরানোর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য মি. ভুট্টোর ওপর চাপ ছিল পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ও মি. ভুট্টোর রাজনৈতিক বিরোধীদের তরফ থেকে। যে কারণে ১৯৭৪ সালে যখন মি. ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দেন, তখন পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ ওই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক ভাবে গ্রহণ করেন - বলছিলেন পাকিস্তানের সাংবাদিক হুসেইন নকি, যিনি সাংবাদিক হিসেবে লাহোরের ওআইসি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মি. নকি বলছিলেন, ''১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যুদ্ধ চলাকালীন সময় পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জানতো না যে সেখানে এই মাত্রার সহিংসতা চালানো হয়েছে। কারণ সেসময় টিভি চ্যানেল, পত্রিকা সব ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত।'' ''যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মানুষ যখন ধীরে ধীরে জানতে শুরু করে, তখন থেকে তাদের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য এক ধরনের সমর্থন তৈরি হয়। তাই ১৯৭৪ সালে মি. ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় মানুষ তার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিল।'' এর পাশাপাশি ওআইসি সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বের সেসময়কার প্রভাবশালী নেতারাও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেছিলেন মি. ভুট্টোর ওপর।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবর অনুযায়ী, ২২শে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়ার পরের বক্তব্যে মি. ভুট্টো বলেছিলেন, ''আমি বলবো না যে এই সিদ্ধান্ত আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু বড় দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে আমাদের উপদেশ দিয়েছে। আমাদের বিরোধীরা নয়, বন্ধু ও ভাইয়েরা এই সিদ্ধান্ত নেয়ার উপদেশ দিয়েছে।'' লাহোরে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরের সংবাদ সম্মেলনেও মি. ভুট্টো মুসলিম দেশগুলোর প্রভাবের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

কূটনৈতিক দূরদর্শিতা- মুসলিম বিশ্বের সে সময়কার প্রভাবশালী নেতাদের বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব তৈরি করার পেছনে শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক দূরদৃষ্টি বড় ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করেন সে সময়কার কূটনীতিক ও বিশ্লেষকরা। ১৯৭৩ সালে সিরিয়া-মিসর আর ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের সময় শেখ মুজিব সিরিয়া ও মিশরের সহায়তায় বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসক পাঠিয়ে সহায়তা করেন ও উপহার হিসেবে চা পাঠান। বাংলাদেশ থেকে এই উপহার সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন কূটনীতিক মুহাম্মদ জমির, যিনি ১৯৭১ সালে মিশরের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। তিনি বলছিলেন, ''সিরিয়া আর মিশরের জন্য সহায়তা পাঠানোর পর মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। যার প্রেক্ষিতে লাহোরের ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।'' তবে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হলেও পাকিস্তানের মাটিতে ঐ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অংশ নেবে কিনা, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। শেখ মুজিবুর রহমান সহ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের লাহোরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুয়েতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আল-জাবের আল-সাবাহ'র নেতৃত্বে সাত জনের একটি দল বাংলাদেশে পৌঁছায়। আলজেরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোরারি বুমেদিনের ব্যক্তিগত বিমানে করে তারা ঢাকায় আসেন ওআইসি সম্মেলন শুরুর কয়েকদিন আগে। মি. জমির বলেন, আরবি ও ফরাসী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলে শেখ মুজিব ওআইসি প্রতিনিধি দলের সাথে যোগাযোগ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেন তার উপর। ''আল-সাবাহ'র নেতৃত্বাধীন ওআইসি'র দলকে বঙ্গবন্ধু তার তিনটি শর্তের কথা বলেন। তিনি জানান যে বাংলাদেশ লাহোরে যাবে যদি সেখানে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়, বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয় এবং সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়'', বলছিলেন মুহাম্মদ জমির। ''আল-সাবাহ বঙ্গবন্ধুকে আশ্বস্ত করেন যে আপনার সব শর্ত মানা হবে। তারপর ২২শে ফেব্রুয়ারি মি. ভুট্টো স্বীকৃতির ঘোষণা দেয়ার পরদিন মি. বুমেদিনের বিমানে করে লাহোর যায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল।'' বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন ঐ সময় পাকিস্তানের স্বীকৃতি পাওয়ার গুরুত্ব শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করেছিলেন। ''পাকিস্তানের স্বীকৃতি পেলে বাংলাদেশ অনেকগুলো মুসলিম দেশের স্বীকৃতি পাবে, যার ধারাবাহিকতায় বিশ্বের আরো অনেক দেশের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় সহজ হবে — এই বিষয়টি বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যে কারণে পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ের বিষয়টি তিনি সেসময় গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন'', বলছিলেন সেসময় সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হারুন হাবীব, যিনি ২৩শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল লাহোরে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

মুসলিম বিশ্বনেতাদের ভূমিকা- লাহোরের ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো, জুলফিকার আলী ভুট্টোর ওপর প্রভাব তৈরি করে বাংলাদেশের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা ও পাকিস্তান-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পেছনে সেসময়কার মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের বড় ভূমিকা ছিল।

সেসময়কার আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় উঠে এসেছিল যে বাংলাদেশকে লাহোরের ওআইসি সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল, মিশরের আনোয়ার এল-সাদাত, আলজেরিয়ার হোরারি বুমেদিনের মত প্রভাবশালী নেতারা ভূমিকা রেখেছিলেন। তবে, ঐ সম্মেলনে পাকিস্তান আর বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন লিবিয়ার নেতা কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফি - এমনটাই লিখেছেন পাকিস্তানের ফ্রাইডে টাইমস পত্রিকার সাংবাদিক জাভিদ আলী খান, যিনি ১৯৭৪ সালের লাহোর ওআইসি সম্মেলনের সময় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুর রাজাকের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। ফ্রাইডে টাইমস পত্রিকায় ২০১৯ সালে লেখা তার 'হোয়েন ভুট্টো স্কিমড উইথ গাদ্দাফি ইন ১৯৭৪' প্রবন্ধে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন - অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারি --- নৈশভোজের একটি ঘটনার বর্ণনা দেন। সম্মেলনে আসা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের জন্য নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল মোঘল আমলে তৈরি হওয়া রাজকীয় 'শালিমার গার্ডেনস' কমপ্লেক্সে। সেখানে নৈশভোজ শুরুর কিছুক্ষণ আগে শালিমার গার্ডেনসের দোতলার বারান্দায় মুয়াম্মার গাদ্দাফি আর ইয়াসির আরাফাতের সাথে হাজির হন শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো।

তারা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন যেখান থেকে নৈশভোজে উপস্থিত সব নেতারা তাদের দেখতে পাচ্ছিল। তখন মুয়াম্মার গাদ্দাফি একহাতে শেখ মুজিবুর রহমানের হাত তুলে ধরেন আর অন্যহাতে তুলে ধরেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাত। এরপর দু'জনের হাত এক করে দিয়ে উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন 'আখি, আখি', আরবিতে যে শব্দটি ব্যবহার হয় 'ভাই' বোঝাতে।

জাভিদ আলি খানের লেখায় উঠে আসে যে এই ছোট্ট ঘটনাটি যে ঘটবে, তা পূর্ব নির্ধারিত ছিল এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দুই শীর্ষ নেতা যেন ভ্রাতৃত্বের এই ছোট প্রদর্শনীটি মঞ্চায়িত করেন, তাতে দুই নেতাকে রাজি করিয়েছিলেন মুয়াম্মার গাদ্দাফি নিজে।

মুসলিম বিশ্বে মি. গাদ্দাফির ব্যাপক জনপ্রিয়তার ওপর ভর করে মঞ্চায়ন করা এই ছোট্ট কূটনৈতিক শিষ্টাচার দুই দেশের মানুষের মধ্যে বিরাজমান যুদ্ধ পরবর্তী তিক্ততা কিছুটা হলেও দূর করবে — সেই প্রত্যাশায় ঐ ছোট্ট নাটকের আশ্রয় নেয়া হয়েছিল বলে উঠে আসে জাভিদ আলী খানের লেখায়। বাংলাদেশে যেভাবে দেখা হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের লাহোর যাওয়া ও পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি সেসময় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল বলে বলছিলেন সাংবাদিক হারুন হাবীব। ''যুদ্ধ শেষ হওয়ার আড়াই বছরের মধ্যে পাকিস্তানের স্বীকৃতি অর্জনকে একদিকে যেমন ইতিবাচকভাবে দেখা হয়েছিল, অন্যদিকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি দল পাকিস্তান যাওয়ায় কিছু মানুষের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভও দেখা গিয়েছিল।'' মি. হাবীব বলছিলেন, ''মানুষের মধ্যকার মিশ্র প্রতিক্রিয়ার বহি:প্রকাশ হয় ১৯৭৪ সালের জুন মাসে মি. ভুট্টো যখন ফিরতি সফরে ঢাকায় আসেন, তখন। সেসময় রাষ্ট্রের বিদেশি মেহমান মি. ভুট্টোকে স্বাগত জানিয়ে যেমন রাস্তায় মানুষ জড়ো হয়েছিল, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাংলাদেশে আসার প্রতিবাদেও রাস্তায় স্লোগান দিতে দেখা গেছে মানুষকে।'' তবে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় ১৯৭৪'এর লাহোর ওআইসি সম্মেলন এবং বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতির খবরগুলো বেশ ইতিবাচক ভাবেই ছাপা হয়েছিল বলে বলেন মি. হাবীব।

হারুন হাবিবের মতে, পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে সেসময় রাজনৈতিক অঙ্গনেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। ''সেসময় কিছু মানুষ বলেছিল যে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেয়া-না দেয়ায় বাংলাদেশের কিছু যায় আসে না, যেমন এখনও কিছু মানুষ বলে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেসময় এর দীর্ঘমেয়াদি তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন, যে কারণে কিছু পক্ষের নিষেধ সত্ত্বেও পাকিস্তানে ওআইসি সম্মেলনে গিয়েছিলেন।''

কচুছড়া-ডেমছড়া এডিসি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিপিন দেববর্মার দিনভর জনসংযোগ, একাধিক ঘরোয়া বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে ৭ নং কচুছড়া-ডেমছড়া এডিসি আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপিন দেববর্মা শুক্রবার দিনভর চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন এডিসি ভিলেজ এলাকায় ব্যাপক জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করেন।

এই কর্মসূচিতে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী টিংকু রায়, বিজেপির ঊনকোটি জেলা সভাপতি বিমল কর, জনজাতি মোর্চার জেলা সভাপতি পূর্ণ মোহন দেববর্মা, চন্ডীপুর মণ্ডল সভাপতি পিন্টু ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল, ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় সিংহসহ দলের একাধিক নেতা-কর্মী।

সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলা এই জনসংযোগ অভিযানে জামতৈলবাড়ি, গোলকপুর, এন.সি পাড়া এবং মাইলং এডিসি ভিলেজে একাধিক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রার্থী ও দলীয় নেতৃত্ব।

বান্দরছড়া এলাকায় আয়োজিত এক ঘরোয়া বৈঠকে প্রায় ১৫ জন ভোটার তিপ্রা মথা ও সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। এছাড়া মাইলং এডিসি ভিলেজে মাধব দেববর্মার বাড়িতে আয়োজিত বৈঠকে আরও ৩৩ জন ভোটার একইভাবে বিজেপিতে সামিল হন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী টিংকু রায় এবং প্রার্থী বিপিন দেববর্মা।

ঘরোয়া বৈঠকগুলিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রার্থী বিপিন দেববর্মা তিপ্রা মথা দলকে তীব্র আক্রমণ করে অভিযোগ করেন, তাদের শাসনকালে এডিসি প্রশাসনে দুর্নীতি হয়েছে এবং জনজাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো কাজ হয়নি। তিনি দাবি করেন, জনজাতিদের নামে বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনের আগে তিপ্রা মথা কর্মীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগও তোলেন তিনি।

অন্যদিকে, মন্ত্রী টিংকু রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা সাতটি এডিসি ভিলেজে জনজাতি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি চা বাগানের শ্রমিকরাও ভোটার। তিনি জানান, বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা ও বাসস্থান প্রদান করা হয়েছে। তবে গোলকপুর চা বাগানের শ্রমিকরা এখনও জমির পাট্টা পাননি, যার জন্য তিনি তিপ্রা মথা পরিচালিত এডিসি প্রশাসনকে দায়ী করেন। মন্ত্রী আরও দাবি করেন, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে চন্ডীপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন চা বাগানে প্রায় দুই হাজার শ্রমিকের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হয়েছে।

একাত্তরে যুদ্ধবন্দি ৯৩ হাজার পাকিস্তানি কীভাবে দেশে ফেরত গিয়েছিল ?

তারেকুজ্জামান শিমুল

টানা নয় মাসের যুদ্ধে কোণঠাসা হয়ে পড়ায় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথবাহিনীর কাছে নিজের অস্ত্র জমা দেন পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লেফট্যানেন্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী।

এর মধ্য দিয়ে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন, যাদের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজারই দেশটির সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন বলে জানা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কোনো যুদ্ধে এতো বিশাল সংখ্যক সৈন্যকে আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায়নি।

বিপুল সংখ্যক ওই যুদ্ধবন্দিদের শুরুর দিকে ঢাকা সেনানিবাসসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আটক রাখা হয়। বন্দি রেখে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে চেয়েছিল বাংলাদেশের তৎকালীন অস্থায়ী সরকার। যদিও বাস্তবে সেটি ঘটতে দেখা যায়নি। আত্মসমর্পণের কিছুদিনের মধ্যে যুদ্ধবন্দি ওইসব পাকিস্তানিদের স্থল ও আকাশপথে পাঠানো হয় ভারতের বন্দিশিবিরগুলোয়। সেখানে দেড় বছরেরও বেশি সময় আটক থাকার পর ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে তাদেরকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে সর্বশেষ যুদ্ধবন্দি হিসেবে লেফট্যানেন্ট জেনারেল নিয়াজীকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর মধ্য দিয়ে যুদ্ধবন্দি হস্তান্তর শেষ হয়। কিন্তু বন্দি করার পর কেন তাদেরকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? বিচার না করে পরবর্তীতে ফেরতই-বা পাঠানোর কারণ কী? যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে কারা ছিলেন? একাত্তরে যুদ্ধবন্দি হওয়া ৯৩ হাজার পাকিস্তানির মধ্যে সবাই সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন না। তাদের মধ্যে বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও তাদের পরিবারের সদস্যরাও ছিলেন। গবেষকদের তথ্যমতে, এই যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজারই ছিলেন সামরিক, আধা-সামরিক এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্য। বাকি ১৩ হাজার ছিলেন বেসামরিক নাগরিক, যাদের মধ্যে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, কূটনীতিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা ছিলেন। তখন যুদ্ধবন্দি হওয়া উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য ছিলেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর তৎকালীন পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। এছাড়াও ছিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ শরীফ, এয়ার কমোডর ইনামুল হক, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জামশেদ এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক। ঢাকা থেকে ভারতে স্থানান্তর- আত্মসমর্পণ করার পরের কয়েকদিন বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশেই অবস্থান করছিল। দেশটির তৎকালীন অস্থায়ী সরকার চেয়েছিল দেশে রেখেই বিশেষ আদালত গঠনের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্তদের বিচারকাজ সম্পন্ন করতে।

কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশটি নিজেই তখন খাদ্য-বস্ত্রের অভাবসহ নানান সংকটে নিমজ্জিত, এর মধ্যে ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দির থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নেওয়া সহজ ছিল না।

এছাড়া গণহত্যা চালানোর কারণে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জমা ছিল। ফলে যুদ্ধবন্দিদের নিরাপত্তা নিয়েও এক ধরনের উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের আত্মসমর্পণের দলিলে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, আত্মসমর্পণকারী সব ব্যক্তির সঙ্গে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ করা হবে এবং তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে। ফলে সবদিক বিবেচনা করে আত্মসমর্পণের সপ্তাহখানেকের মধ্যে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ভারতে স্থানান্তর করা শুরু হয়।

তাদের মূলত স্থল ও আকাশপথে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বন্দিদের বিমানে এবং সাধারণ বন্দিদের ট্রাক ও ট্রেনে করে ভারতের বিভিন্ন বন্দিশিবিরে পাঠানো হয়। বন্দি রাখা হয়েছিল কোথায়? আত্মসমর্পণ করা পাকিস্তানি সেনাদের কলকাতা, জব্বলপুর, আগ্রা, রাঁচি, বিহারসহ ভারতের বিভিন্ন বন্দিশিবিরে আটক রাখা হয়। এর মধ্যে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লেফট্যানেন্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী কলকাতা ও জব্বলপুর কারাগারে বন্দি ছিলেন বলে তার লেখা ''দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান'' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ওই গ্রন্থে জেনারেল নিয়াজী লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ২০শে ডিসেম্বর তিনিসহ পাকিস্তানি অন্য সেনা কর্মকর্তাদের বিমানে করে কলকাতায় নেওয়া হয়। সেখানে ফোর্ট উইলিয়ামের একটি সরকারি কোয়ার্টারে তাদের রাখা হয়।

'আমাদের আবাসিক কোয়ার্টারটি ছিল একটি নবনির্মিত তিনতলা ভবন। বেশ পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো,' নিজের বইতে লিখেছেন জেনারেল নিয়াজী। তবে সেখানে বেশিদিন থাকা হয়নি তার। কিছুদিনের মধ্যেই নিয়াজীসহ অন্য পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের স্থানান্তর করা হয় জব্বলপুরের এক নম্বর বন্দিশিবিরে, যেটি ভারতের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। 'এই শিবিরটি জেনারেলদের শিবির হিসেবে পরিচিত ছিল,' বইতে লিখেছেন জেনারেল নিয়াজী। বন্দিশিবিরের বর্ণনা দিয়ে তিনি আরও লিখেছেন, 'আমাদের বন্দিশিবিরটি প্রায় ৫০ গজ উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে চারদিক থেকে ঘেরাও করা ছিল, যাতে বাইরে থেকে কেউ শিবিরে প্রবেশ করতে বা ভেতর কেউ বাইরে বের হতে না পারে।'

'শিবিরের চার কোণায় ত্রিশ ফুট উঁচু চারটি প্রহরা চৌকি বসানো ছিল। সেগুলোতে সার্চলাইট ছিল, যা রাত হলেই চারদিক আলোকিত করে জ্বলে উঠতো। একজন টহলদার পাঞ্জাবি সেনা অ্যালসেশিয়ান কুকুর সঙ্গে নিয়ে ২৪ ঘণ্টা শিবিরের চারপাশ টহল দিত। শিবিরের ভেতরে-বাইরে ছিল নিরাপত্তা ব্যূহ,' জেনারেল নিয়াজী তার ''দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান'' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তান সেনা বাহিনীর তৎকালীন লেফটেন্যান্ট সুজাত লতিফকে অবশ্য বন্দি রাখা হয়েছিল ভারতের আগ্রায়।

পরবর্তীতে কর্নেল হিসেবে অবসর নেওয়া সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা ২০১৫ সালে বিবিসিকে একটি সাক্ষাৎকার দেন, যেখানে তিনি ভারতের বন্দিশালার অভিজ্ঞতা স্মৃতিচারণ করেন। কর্নেল লতিফ জানান যে, ঢাকা থেকে কলকাতা নেওয়ার পর সেখানে প্রথমে ট্রাকে, তারপর ট্রেনে করে তাদেরকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতা থেকে প্রায় ৩০ ঘণ্টা রেল যাত্রার পর কয়েক হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ও কর্মকর্তার সঙ্গে সুজাত লতিফ আগ্রায় পৌঁছান। 'আমাদের বলা হয়েছিল আমরা সরাসরি পাকিস্তান যাচ্ছি। আগ্রায় যাত্রাবিরতি হবে। তারপর তারা আমাদের পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। আমরা খুশিই হয়েছিলাম,' বিবিসিকে বলেন কর্নেল লতিফ। কিন্তু আগ্রায় পৌঁছানোর পর তাদেরকে সেখানকার একটি বন্দিশিবিরে নেওয়া হয়। 'খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল সে বছর। আমার মাত্র একটি পোশাক ছিল। প্রথম রাতে আমাদের একটি ব্যারাক থেকে আরেক ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ' বলেন কর্নেল লতিফ। সেখানে কয়েক মাস বন্দি থাকার পর কর্নেল সুজাত ও তার অন্য কয়েকজন সহকর্মীরা অধৈর্য্য হয়ে পড়েন। তারা আগ্রার জেল থেকে পালানোর পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা টের পেয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পরে তাদের আগ্রা থেকে রাঁচির একটি কারাগারে স্থানান্তর করেন। আগ্রা থেকে রাঁচি যাওয়ার পথে পাকিস্তানি ঐ সেনা দলের কজন ট্রেনের জানালার লোহার জাল কেটে পালানোর চেষ্টা করে। 'আমাদের ইউনিটের একজন অফিসার ছোট একটি করাত শরীরে লুকিয়ে রেখেছিল। সেটি দিয়ে আমরা ট্রেনের জানলার তার কাটতে শুরু করলাম। রাত নয়টায় কাটতে শুরু করি। ভোর তিনটার দিকে শেষ করি। আমি জানলা দিয়ে গলে ট্রেনের বাইরে ঝুলে পড়লাম। তারপর একসময় হাত ছেড়ে দিলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।' পরদিন সুজাতকে রেললাইনের পাশ থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় পুলিশ। তাকে রাঁচির কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানেও তিনি তৃতীয়বারের মত পালানোর চেষ্টা করেন। তবে সফল হননি। 'রাঁচিতে আমরা একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিলাম। কোনো যন্ত্র ছাড়াই ৭৯ ফুট লম্বা টানেল। জেলের পাঁচিলের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সেই সুড়ঙ্গ।' কেন তারা এমন সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিলেন? এই প্রশ্নে তার উত্তর ছিল, 'এটা আমাদের কাছে ছিল একটি দায়িত্ব। ভারতে বন্দিদশা থেকে নিজেদের মুক্ত করা আমাদের দায়িত্ব ছিল। সফল হয়েছিলাম বা ব্যর্থ হয়েছিলাম তা ছিল অপ্রাসঙ্গিক।' বন্দিদের ঘিরে কূটনীতি- পাকিস্তানের যে বিপুল সংখ্যক সেনা ও কর্মকর্তা একাত্তরে বন্দি হয়েছিল, ভারত ও বাংলাদেশের জন্য তারা পরবর্তীতে দাবি আদায়ের ''হাতিয়ার'' হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকদের অনেকে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় বিএমএস'র প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত। ছবি নিজস্ব।

প্রতিদিন প্রায় ২৮ লক্ষ এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে কোনও ঘাটতি নেই : ইন্ডিয়ান অয়েল

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি) জানিয়েছে, দেশে প্রতিদিন প্রায় ২৮ লক্ষ এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং গৃহস্থালির গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত রয়েছে।

শুক্রবার সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সত্ত্বেও তাদের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতেই চলছে এবং সরবরাহে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। গ্রাহকদের আশ্বস্ত করে সংস্থা জানিয়েছে, এলপিজি সিলিন্ডারের কোনও ঘাটতি নেই। অযথা আতঙ্কে বুকিং করা বা মজুত করার প্রয়োজন নেই বলেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ একটি পোস্টে ইন্ডিয়ান অয়েল জানায়, দেশজুড়ে গৃহস্থালির জন্য নিরবচ্ছিন্ন এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২৮ লক্ষ সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে।

সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ৮৭ শতাংশ এলপিজি বুকিং এসএমএস এবং আইভিআরএসের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হচ্ছে। ডিএসি ওটিপি ব্যবস্থার মাধ্যমে ডেলিভারি যাচাই করা হচ্ছে, যাতে সঠিক গ্রাহকের কাছেই সিলিন্ডার পৌঁছায়।

এছাড়াও, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বৈধ পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে ৫ কেজি এফটিএল সিলিন্ডার সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে, যাতে সহজে গ্যাস পাওয়া যায়।

সংস্থা আরও জানিয়েছে, পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে এবং কোনও ধরনের বিঘ্ন না ঘটে। পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান অয়েল আরও জানিয়েছে, অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে দেশজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং কালোবাজারি রোধে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। গ্রাহকদের শুধুমাত্র সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে বুকিং এবং ওটিপি-ভিত্তিক ডেলিভারি গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তিকর তথ্য বিশ্বাস না করারও আবেদন জানিয়েছে সংস্থা। পাশাপাশি সতর্ক করে বলা হয়েছে, বোতল বা খোলা পাত্রে পেট্রোল ভরা বিপজ্জনক এবং আইনত দণ্ডনীয়।

রান্নার গ্যাসের ব্যবহার কমাতে ইন্ডাকশন হিটার উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : রান্নার গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমাতে দেশে ইন্ডাকশন হিটার ও বৈদ্যুতিক রান্নার সরঞ্জামের উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার এই বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন দফতরের সচিব, বিদ্যুৎ সচিব এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড (ডিজিএফটি)-এর আধিকারিকরা। বৈঠকে মূলত ইন্ডাকশন হিটার ও রান্নার সরঞ্জামের দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

সরকারি এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক জানান, পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের কারণে সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটেছে, যার ফলে ইন্ডাকশন হিটারসহ বৈদ্যুতিক পণ্যের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে বলেও তিনি জানান।

পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য এই বৈঠক এমন সময়ে করা হল, যখন সরকার তেল, গ্যাস এবং পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যের আমদানিতে বিঘ্নের প্রভাব মূল্যায়ন করছে। ইতিমধ্যে সরবরাহের ঘাটতি মোকাবিলা ও খরচ কমাতে কয়েকটি পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যে আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রয়োজনীয় পণ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং আমদানির উপর নির্ভরতা কমানোই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি অবকাঠামোর ক্ষতি এবং হরমুজ প্রণালী প্রায় অচল হয়ে পড়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এই প্রণালীর মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ জ্বালানি সরবরাহ হয়।

এদিকে, ভারত ইতিমধ্যে তেল আমদানির উৎস বৈচিত্র্যময় করেছে। রাশিয়া, নাইজেরিয়া এবং অ্যাঙ্গোলা থেকে বেশি পরিমাণে অপরিশোধিত তেল আমদানি করা হচ্ছে। পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও গ্যাস সংগ্রহ বাড়ানো হয়েছে।

অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত আরও জটিল আকার নিচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সেনা আগামী কয়েক সপ্তাহে ইরান-এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে। এর পাল্টা জবাবে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি মন্তব্য করেছেন, এই ধরনের হুমকি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে।সংঘাত দ্বিতীয় মাসে প্রবেশ করায় অনিশ্চয়তা আরও বাড়ছে, এবং যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনাও আপাতত ক্ষীণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

পিএনজি সংযোগে গতি, মার্চ থেকে ৩.৪২ লক্ষ নতুন গ্যাস সংযোগ চালু

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : দেশে পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস (পিএনজি) সংযোগ সম্প্রসারণে গতি বেড়েছে। মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত ৩.৪২ লক্ষ নতুন পিএনজি সংযোগে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং আরও ৩.৭ লক্ষ নতুন নিবন্ধন হয়েছে বলে জানিয়েছে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক।

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যগুলিকে গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই নতুন পিএনজি সংযোগ দ্রুত চালু করতে সহায়তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একইসঙ্গে সরকার জানিয়েছে, পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নাগরিকদের আতঙ্কে অতিরিক্ত জ্বালানি কেনা বা অপ্রয়োজনীয় এলপিজি বুকিং না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এলপিজি বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রক সাধারণ মানুষকে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে। যেখানে সম্ভব, পিএনজি, ইন্ডাকশন বা বৈদ্যুতিক চুলা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শক্তি সংরক্ষণের জন্যও সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এছাড়া গুজব থেকে সতর্ক থাকার এবং শুধুমাত্র সরকারি সূত্র থেকে তথ্য গ্রহণ করার আবেদন করা হয়েছে।

ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে সরবরাহ ব্যবস্থায় কিছু চাপ তৈরি হলেও, গৃহস্থালি এলপিজি ও পিএনজি-কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও উচ্চ অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা হয়েছে।

সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণে সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রিফাইনারির উৎপাদন বাড়ানো, শহরে এলপিজি বুকিংয়ের ব্যবধান ২১ দিন থেকে বাড়িয়ে ২৫ দিন করা এবং গ্রামীণ এলাকায় তা ৪৫ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা।

এছাড়া এলপিজির উপর চাপ কমাতে কেরোসিন ও কয়লার মতো বিকল্প ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। কয়লা সরবরাহ বাড়াতে কোল ইন্ডিয়া এবং সিঙ্গারেনি কোলিয়ারিজ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী ৫ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের লক্ষ্যভিত্তিক বণ্টনও রাজ্যগুলি বিবেচনা করতে পারে। ২৩ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত ৫ লক্ষের বেশি ৫ কেজি সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে, যার মধ্যে শুধু বৃহস্পতিবারই ৬৭ হাজারের বেশি বিক্রি হয়েছে।

জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পেট্রোলিয়াম সচিব সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে গৃহস্থালি ও জরুরি পরিষেবার জন্য এলপিজি সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং মজুতদারি, কালোবাজারি ও ভুয়ো তথ্য রোধে কড়া নজরদারির কথা বলা হয়।পরিযায়ী শ্রমিকদের এলপিজি সরবরাহ নিয়েও উদ্বেগের মধ্যে রাজ্যগুলি স্পষ্ট জানিয়েছে, এই ক্ষেত্রে কোনও বিঘ্ন ঘটেনি এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে।

অসম নির্বাচন: বোডোল্যান্ডের জন্য 'পিপলস ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ ইউপিপিএলের

গুয়াহাটি, ৩ এপ্রিল(আইএএনএস): আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনের আগে বোডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়ন (বিটিআর)-কে কেন্দ্র করে নিজেদের নির্বাচনী রূপরেখা ঘোষণা করল ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারাল (ইউপিপিএল)। বৃহস্পতিবার দলের সভাপতি তথা বিটিআরের চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার প্রমোদ বোরো-র নেতৃত্বে প্রকাশিত হয় ''পিপলস ম্যানিফেস্টো''।

দলের তরফে জানানো হয়েছে, এই ইস্তেহারের মূল লক্ষ্য হল বোদো শান্তি চুক্তি-র পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা। শান্তি, পরিচয় রক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রসারএই তিনটি স্তম্ভকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে।

ইউপিপিএল তাদের ইস্তেহারে জানিয়েছে, বিটিআরে স্থায়ী শান্তি বজায় রাখতে গঠন করা হবে বিশেষ শান্তি কমিটি। পাশাপাশি ভূমির অধিকার সুরক্ষা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা হবে। ''মা, মাটি, জাতি, শিক্ষা ও শান্তি''এই পাঁচটি বিষয়কে ভিত্তি করে ইস্তেহারটি তৈরি হয়েছে।

দলটি দাবি করেছে, বিটিআরের দুই ডজনেরও বেশি জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউপিপিএল বড় পরিকাঠামোগত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। হাজার হাজার গ্রামে সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গঠন এবং বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা, ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ইস্তেহার প্রকাশ করেছে ইউপিপিএল। আসন্ন ৯ এপ্রিলের নির্বাচনের আগে আসন বণ্টন নিয়ে মতপার্থক্যের জেরে দলটি বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) জোট ছেড়েছে এবং স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উল্লেখ্য, বোডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে (বিটিসি) সাফল্যের পর থেকেই অসম রাজনীতিতে নিজেদের শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে ইউপিপিএল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোকরাঝাড় পূর্ব ও সিদলি-সহ একাধিক কেন্দ্রে জয়লাভ করে বিটিআরে তাদের প্রভাব আরও বাড়ায় দলটি।

বর্তমানে ইউপিপিএল নিজেদেরকে বিটিআর-কেন্দ্রিক একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, যারা শান্তি ও উন্নয়নের পাশাপাশি বোডো জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। আসন্ন নির্বাচনে এই ইস্তেহারের মাধ্যমে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা অর্জনের লক্ষ্যেই এগোচ্ছে দলটি।

ডি-কম্পানিতে উত্তরাধিকার লড়াই: দাউদের অসুস্থতায় ভারসাম্য রাখতে সক্রিয় আইএসআই

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল(আইএএনএস): আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমকে ঘিরে ফের জল্পনা তুঙ্গে। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' চলচ্চিত্রে তাকে অসুস্থ ও শয্যাশায়ী হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা তার পুরনো শক্তিশালী ইমেজের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই দাউদ গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছেন এবং কারাত ডি-কম্পানির দৈনন্দিন কার্যকলাপ থেকে অনেকটাই সরে গিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের ভিতরে নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। বিষয়টি এতটাই গুরুতর হয়ে ওঠে যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হয়।

আইএসআই-এর কাছে দাউদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, কারণ তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মাদক পাচার এবং জাল নোটের বিশাল নেটওয়ার্ক। এই দুই অবৈধ ব্যবসা থেকেই বিপুল অর্থ আসে, যার একটি বড় অংশ আইএসআই পেয়ে থাকে এবং তা সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয় বলে অভিযোগ।

সূত্রের খবর, দাউদের অসুস্থতার কারণে সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছোট শাকিল এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। পরিবারের তরফে তার ভাই আনিস ইব্রাহিম, ছেলে মইন নওয়াজ, স্ত্রী মাহজাবিন এবং জামাই জুনায়েদ মিয়াঁদাদের নাম সামনে আসে।

এই সংঘাত মেটাতে আইএসআই একটি সমঝোতার পথ বের করে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ডি-কম্পানিকে একক নেতৃত্বে না চালিয়ে কর্পোরেট ধাঁচে পরিচালনা করা হবে। সেই অনুযায়ী, ছোট শাকিলকে ভারতের কার্যক্রমের দায়িত্ব দেওয়া হয়, আনিস ইব্রাহিম দেখবেন আন্তর্জাতিক ব্যবসা, আর আর্থিক বিষয় সামলাবেন জুনায়েদ।

যদিও দাউদের স্ত্রী তার ছেলে মইনকে নেতৃত্বে দেখতে চেয়েছিলেন, গোয়েন্দাদের মতে তিনি তুলনামূলকভাবে নরম স্বভাবের এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বেশি মনোযোগী।

গোয়েন্দা সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দাউদ বহু বছর ধরেই ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে ভুগছেন। বর্তমানে তার বয়স প্রায় ৭০ বছর এবং তিনি প্রায় সম্পূর্ণভাবে জনসমক্ষে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন।আইএসআই-এর মূল লক্ষ্য ছিল ডি-কম্পানির ভাঙন রোধ করা, কারণ এই সংগঠন থেকে প্রাপ্ত অর্থই বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের অর্থের জোগান দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই কারণে নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যা দাউদের মৃত্যুর পরেও বহাল থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভোটের আগে অনুপ্রবেশ বাড়ছে, অসম ও পশ্চিমবঙ্গে সতর্কতা জারি গোয়েন্দা সংস্থার

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (আইএএনএস): ভোটের মুখে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক হারে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ছে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। ইতিমধ্যেই দুই রাজ্যের পুলিশকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি অস্থির করতে বড়সড়ভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। সংখ্যাটা কয়েক হাজারে পৌঁছাতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার আগেই এই অনুপ্রবেশ বাড়তে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসমে এক জনসভায় বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশ শুধু নির্বাচনী ইস্যু নয়, এটি রাজ্যের পরিচয় ও দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। এর প্রভাব পড়ে কৃষিজমি, গরিব ও আদিবাসীদের জীবিকা এবং মহিলাদের নিরাপত্তার উপর। এই সতর্কতার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় নিউ দিল্লিগামী নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে ১৪ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স। তারা ভুয়ো নথি ব্যবহার করে অসম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে বলে জেরায় জানিয়েছে এবং তাদের গন্তব্য ছিল দিল্লি।

গোয়েন্দা আধিকারিকদের মতে, নির্বাচনের কারণে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যস্ত থাকায় সেই সুযোগ নিচ্ছে দালাল চক্র। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এতজন অনুপ্রবেশ করছে তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

তদন্তে আরও জানা গেছে, সীমান্তের যেসব অংশে এখনো বেড়া নেই, সেগুলিই অনুপ্রবেশের প্রধান পথ হয়ে উঠছে। প্রায় ৪,০৬১ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে প্রায় ৩,১৪১ কিলোমিটার এখনও সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত নয়। পশ্চিমবঙ্গে ২,২১৬ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ৫৬৯ কিলোমিটার অংশে বেড়া নেই। অন্যদিকে অসমে জলাভূমি, পাহাড়ি এলাকা ও নদীঘেরা সীমান্ত থাকায় বেড়া দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মতে, এই সময়ে আরও অনুপ্রবেশের চেষ্টা হতে পারে। ইতিমধ্যেই ভারত ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা হলেও কিছু ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে দালাল চক্র সক্রিয় রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনকে আরও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

বিজেপিকে তোপ অভিষেকের 'তৃণমূলের ছেঁটে ফেলা নেতারাই এখন ওদের সম্পদ'

কলকাতা, ৩ এপ্রিল(আইএএনএস): বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার তালডাংরায় নির্বাচনী সভা থেকে তিনি বিজেপি প্রার্থী শৌভিক পাত্রকে নিশানা করেন এবং দলীয় প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহবাবুর সমর্থনে প্রচার করেন।

অভিষেকের দাবি, তৃণমূল থেকে বাদ পড়া নেতাদেরই বিজেপি এখন গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, ''আমরা যে পচা জিনিস ফেলে দিই, বিজেপি সেটাই মাথায় তুলে নেয়। এখানে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ রয়েছে। সে একসময় আমাদের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, পরে আমরা তাকে সরিয়ে দিই।''

তিনি আরও অভিযোগ করেন, গত পাঁচ বছরে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে বাংলার প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখেছে বিজেপি। ''যার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ রয়েছে, তাকে প্রার্থী করা হয়েছে। একদিকে শিক্ষক, অন্যদিকে চোর-জোচ্চোররা। ভালো মানুষ বিজেপিতে যায় নাযাদের আমরা বয়কট করেছি, তাদেরই ওরা নিয়েছে,'' বলেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে তালডাংরা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন অরূপ চক্রবর্তী। পরে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হন তিনি। এরপর উপনির্বাচনে তালডাংরা কেন্দ্রে জয়ী হন ফাল্গুনী সিংহবাবু, যিনি পেশায় একজন শিক্ষক এবং সংগঠনিক দক্ষতার ভিত্তিতে এবারও প্রার্থী হয়েছেন।

ফাল্গুনী সিংহবাবুর জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী অভিষেক বলেন, ''মানুষ তাঁর কাজ ও প্রতিশ্রুতি দেখেছে। সংগঠক থেকে ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি হয়ে তিনি উপনির্বাচনে জিতেছেন। এবার জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা।''

জয়ের পর তালডাংরার উন্নয়নের আশ্বাসও দেন তিনি। তাঁর কথায়, ''মানুষের চাহিদা অনুযায়ী শিলাবতী নদীর উপর সেতু এবং একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করা হবে। বর্তমানে যেখানে আমরা ভোটে পিছিয়ে আছি, সেই চারটি ব্লকেও জিততে হবে।''

প্রসঙ্গত, এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের ফাল্গুনী সিংহবাবুর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপির শৌভিক পাত্র, যার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

কাজের সন্ধান

অনলাইনে ২,৮০১ জন এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেলে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০টিহলেও সাউথ সেন্ট্রাল রেল বা দক্ষিণ মধ্য রেলওয়েতে ২,৮০১টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ এপ্রিল। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে বা দক্ষিণ মধ্য রেলের লালাগোড়া, সেকেন্দ্রাবাদ, কাচিগোডা, মৌলালি, হায়দ্রাবাদ, মেত্তোগোডা, কাজিপেট, বিজয়ওয়াড়া, গুন্টুপাল্লি, গুন্টুর, রাজামাণ্ড্রি, গুন্টাকল, গুটি, থিরুপাতি, নানদেদ, পূর্ণা ইউনিট বা ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১১ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১১ এপ্রিল। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ইউনিট বা ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বিশেষ করে সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১১-০৪-২০২৬-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র নির্দিষ্ট ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -এসসিআর/ পি-এইচকিউ/ আরআরসি/১১১/ এক্ট এপ্রেন্টিস/ ২০২৫-২৬। তারিখ ১১ মার্চ, ২০২৬। সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে বা দক্ষিণ মধ্য রেলের লালাগোড়া, সেকেন্দ্রাবাদ, কাচিগোডা, মৌলালি, হায়দ্রাবাদ, মেত্তোগোডা, কাজিপেট, বিজয়ওয়াড়া, গুন্টুপাল্লি, গুন্টুর, রাজামাণ্ড্রি, গুন্টাকল, গুটি, থিরুপাতি, নানদেদ, পূর্ণা ইউনিট বা ডিভিশনে ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং ১ ঃ ট্রেড - এসি মেকানিক ঃ মোট আসন ২৫১টির মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৮টি, এসটি'র জন্য ১৯টি, ওবিসি'র জন্য ৬৭টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৫টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১০২টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ২ ঃ ট্রেড - কার্পেন্টার ঃ মোট আসন ২২টির মধ্যে এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ৩ ঃ ট্রেড - কোপা ঃ মোট আসন ১৮১টির মধ্যে এসসি'র জন্য ২৭টি, এসটি'র জন্য ১৪টি, ওবিসি'র জন্য ৪৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৮টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৭৩টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ৪ ঃ ট্রেড - ডিজেল মেকানিক ঃ মোট আসন ১০৫টির মধ্যে এসসি'র জন্য ১৬টি, এসটি'র জন্য ৮টি, ওবিসি'র জন্য ২৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪৩টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ৫ ঃ ট্রেড - ইলেকট্রিশিয়ান ঃ মোট আসন ১২৫৮টির মধ্যে এসসি'র জন্য ১৮৯টি, এসটি'র জন্য ৯৫টি, ওবিসি'র জন্য ৩৩৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১২৪টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৫১১টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ৬ ঃ ট্রেড - ইলেকট্রনিক মেকানিক ঃ মোট আসন ৮৮টির মধ্যে এসসি'র জন্য ১৩টি, এসটি'র জন্য ৭টি, ওবিসি'র জন্য ২৪টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৮টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৬টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ৭ ঃ ট্রেড - ফিটার ঃ মোট আসন ৫৩৯টির মধ্যে এসসি'র জন্য ৮১টি, এসটি'র জন্য ৪০টি, ওবিসি'র জন্য ১৪৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫৩টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ২১৯টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ৮ ঃ ট্রেড - ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স ঃ মোট আসন ৩৩টির মধ্যে এসসি'র জন্য ৫টি, এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৪টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ৯ ঃ ট্রেড - মেশিনিস্ট ঃ মোট আসন ৫৪টির মধ্যে এসসি'র জন্য ৮টি, এসটি'র জন্য ৪টি, ওবিসি'র জন্য ১৫টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ২২টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১০ ঃ ট্রেড - এমএমটিএম বা মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেনেন্স ঃ মোট আসন ২৪টির মধ্যে এসসি'র জন্য ৪টি, ওবিসি'র জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১০ ঃ ট্রেড - মিলরাইট মেন্টেনেন্স ঃ মোট আসন ২৪টির মধ্যে এসসি'র জন্য ৪টি, এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১০টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১১ ঃ ট্রেড - মোটর মেকানিক ঃ মোট আসন ১২টির মধ্যে এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৩টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৫টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১২ ঃ ট্রেড - পেইন্টার ঃ মোট আসন ৩২টির মধ্যে এসসি'র জন্য ৫টি, এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৩টি আসন অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১৩ ঃ ট্রেড - ওয়েল্ডার ঃ মোট আসন ২০২টির মধ্যে এসসি'র জন্য ৩০টি, এসটি'র জন্য ১৫টি, ওবিসি'র জন্য ৫৫টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২০টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৮২টি আসন অসংরক্ষিত। অন্যান্য ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যা, যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদি বিস্তারিত বিষয় ও বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরে।

* ভারতীয় নৌবাহিনীতে **অগ্নিবীর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ সাড়ে ১৭-২২ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * কোলফিল্ড-এ **টেকনেশিয়ান, মাইনিং শিরদার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, নির্দিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে পুলিশ প্রশাসনে **কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষা ১০ মে, তবে কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ভারতীয় সেনাবাহিনীতে **অগ্নিবীর** হিসাবে যোগদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ অগ্নিবীর পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ সাড়ে ১৭-২২ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ এপ্রিল, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, গেইট স্কোরের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার, জুনিয়র ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* বিএসএনএল-এ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **এক্সিকিউটিভ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে পুর প্রশাসনের অধীনে **ক্লার্ক, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোলফিল্ড)**
শূন্যপদ ঃ ১৬০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর (ভারতীয় নৌবাহিনী)**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ সাড়ে ১৭-২২ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, মাইনিং শিরদার (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৬৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৭৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, নির্দিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৯৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষা ১০ মে, তবে কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর (ভারতীয় সেনাবাহিনী)**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ সাড়ে ১৭-২২ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৮০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ এপ্রিল,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, গেইট স্কোরের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, জুনিয়র ম্যানেজার (বহিঃরাজ্যে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (বিএসএনএল)**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, ইঞ্জিনিয়ার (বহিঃরাজ্যে পুর প্রশাসন),**
শূন্যপদ ঃ ২২৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

বিএসএনএল-এ এক্সিকিউটিভ শেষ তারিখ আবারও বাড়লো

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কর্মপ্রার্থী তরুন-তরুনীদের জন্য দারুন সুযোগ, বিএসএনএল-এ এক্সিকিউটিভ নিয়োগ সংক্রান্ত অনলাইনে আবেদনের সময় সীমা আবারও বাড়ানো হয়েছে। অনেকেই জানতে চাইছেন বলে, কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বা বিএসএনএল-এ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়ার শেষ তারিখ আবারও ১৫ দিন বাড়ানো হয়েছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাছাইকৃতদের পরবর্তী সময়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এযাত্রায় ১২০ জন লোক নিয়োগ করা হবে জেনারেল, ওবিসি, এসসি, এসটি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের থেকে। বি.ই., বি.টেক., এম.বি.এ., এম.টেক. পাশদের জন্য বিএসএনএল-এ চাকরির দারুন সুযোগ রয়েছে। অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি হবে। পদের নাম সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (টেলিকম এন্ড ফিনান্স)। চাকরি হবে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের বিভিন্ন সার্কেল বা রাজ্যে। তবে এই চাকরি বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে জেনারেল, ওবিসি, এসসি, এসটি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণী সকল প্রার্থীদের জন্য। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - বিএসএনএল কো-১১/ ১২(১১)/ ১/২০২৫- রিক্রুট-কোপার্ট (ওয়ান) তারিখ - ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ডিআর)- টেলিকম স্ট্রীম ঃ শূন্যপদ ৯৫টি । এর মধ্যে ৪০টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, এসসি'র জন্য ১৪টি, এসটি'র জন্য ৭টি এবং ওবিসি'র জন্য ২৫টি এবং ইডব্লিওএস-এর জন্য ৯টি পদ সংরক্ষিত। মোট শূন্যপদ ৯৫-এর মধ্যে আবার ৪টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ডিআর)- ফিনান্স স্ট্রীম ঃ শূন্যপদ ২৫টি । এর মধ্যে ১১টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, এসসি'র জন্য ৪টি, এসটি'র জন্য ২টি এবং ওবিসি'র জন্য ৬টি এবং ইডব্লিওএস-এর জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। মোট শূন্যপদ ২৫-এর মধ্যে আবার ১টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.ই. (ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং)/ বি.টেক. (ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি) অথবা টেলিকমিউনিকেশনস্, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার/ আই.টি. এন্ড ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে সমতূল্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ হলেও আবেদন করতে পারেন। তবে প্রথম ডিভিশনে পাশ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। এস.সি./ এস.টি. প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ নম্বর কম পেলেও আবেদনের যোগ্য। ফিনান্স পদের ক্ষেত্রে সিএ বা সিএমএ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বয়স ঃ ০৭-০৩-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বয়সের উর্ধ্বসীমার ক্ষেত্রে এসসি/এসটি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছর ছাড় পাবেন। মূল মাইনে - আইডিএ পে স্কেল (ই-৩) অনুযায়ী ২৪,৯০০ - ৫০,৫০০ টাকার ভিত্তিতে। এছাড়া, অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। অনলাইনে অর্থাৎ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ একবার ঘোষণা করা হলেও এখন তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে তা কল লেটারে জানানো হবে। প্রশ্নপত্র করা হবে অবজেক্টিভ টাইপের (মাল্টিপল চয়েজ প্রশ্ন)। তিনটি বিভাগে ১৫০ করে মোট ৪৫০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় থাকবে তিন ঘন্টা। দেশ জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রার্থীদের জন্য কাছাকছি পরীক্ষা কেন্দ্র হবে শিলং। অন্যান্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে আগে থেকে তা ফর্ম ফিলাপের সময় জানাতে হবে। দরখাস্ত করতে হবে কেবল অনলাইনে বিএসএনএল-এর ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। তার আগে নিজের একটি স্থায়ী বৈধ ইমেল আইডি ছাড়াও তৈরী রাখতে হবে নিজের পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটোর ও স্বাক্ষরের স্ক্যান করা ইমেজ। কিভাবে করবেন তাও বিশদ নির্দেশ সহ বিস্তারিত জানতে পারবেন এঁদের সাইটে। দরখাস্তে সেই স্বাক্ষর ও ছবি আপলোড করতে হবে। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি অনলাইনে অর্থাৎ মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে মেটানো হয়ে গেলে অবশ্যই ই-রিসিপ্টের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, সেটি পরীক্ষার হলে দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনে জিএসটি পেমেন্ট রিসিপ্ট ও প্রিন্ট করিয়ে নেবেন, পরে কাজে লাগবে। সমস্ত রসিদই পরীক্ষার হলে দাখিল করতে হবে, ফলে এসবেরই একটা করে বাড়তি জেরক্স নিজের কাছে রেখে দেওয়া ভালো। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অন্য কোনও উপায়ে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার কোনও পদ্ধতি নেই।

অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে সাইটে গিয়ে 'রিক্রুটমেন্ট' লিঙ্কে ক্লিক করবেন। খুবই সাবধানে ফর্ম পূরণ করবেন, কোনও রকম ভুল হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

আর্মিতে ওপেন র‍্যালীর আবেদনের শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের জন্য আর্মিতে চাকরির দারুন সুযোগ রয়েছে। ত্রিপুরা সব ক'টি জেলার প্রার্থীদের জন্য ইন্ডিয়ান আর্মিতে নিয়োগ র‍্যালী শুরু হতে যাচ্ছে। এর জন্য অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। শেষ তারিখ ১০ দিন বাড়িয়ে কর্মপ্রার্থীদের সুযোগ কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুনরায় প্রকাশ করা হলো। উপযুক্ত প্রার্থীরা ইতোমধ্যে অনলাইনে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করে নিচ্ছেন। আর্মিতে নিয়োগ র‍্যালীর পদ্ধতিতে এখন অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে ওপেন র‍্যালীতে অংশ নিতে হলে অবশ্যই আগে থেকে অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর অনলাইনে দরখাস্তও পাঠাতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এর পর অনলাইনে আবেদন করা যাবে না। যথাসময়ে অর্থাৎ ১ জুনের ঠিক ৫-৭ দিন আগে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এডমিট কার্ডও বের করে নিতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। র‍্যালীতে যাওয়ার সময় সমস্ত মূল প্রমানপত্রের (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সাথে এডমিট কার্ডও নিয়ে যাবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউটের কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

ভারতীয় সেনা বাহিনীতে (পুরুষ) সোলজার জেনারেল ডিউটি, সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার ক্লার্ক/ স্টোর কিপার টেকনিক্যাল, সোলজার ট্রেডসম্যান ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য এক নিয়োগ র‍্যালী অনুষ্ঠিত হবে। এই নিয়োগ র‍্যালীর স্থান এবং তারিখ নির্দিষ্ট সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

পদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, শারীরিক গঠন কেমন প্রয়োজন তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হল। ক্রমিক সংখ্যা (১) ঃ পদের নাম - **সোলজার জেনারেল ডিউটি (অল্ আর্মস)** ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - প্রতি বিষয়ে অন্তত ৩৩ শতাংশ নম্বর নিয়ে এবং মোট হিসেবে গড়ে অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৬ হিসেবে সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২১ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ জুলাই ২০০৫ থেকে ১ জুলাই ২০০৯-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৬০ সেমি, ওজন - ৪৮ কেজি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, সাথে ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে।

ক্রমিক সংখ্যা (২) ঃ পদের নাম - **সোলজার টেকনিক্যাল** ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর নিয়ে এবং মোট হিসেবে গড়ে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে, ফিজিক্স - কেমিস্ট্রি - ম্যাথ - ইংরেজি সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৬ হিসেবে সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২২ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ জুলাই ২০০৩ থেকে ১ জুলাই ২০০৯-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৫৭ সেমি, ওজন - ৪৮ কেজি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, সাথে ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে।

ক্রমিক সংখ্যা (৩) ঃ পদের নাম - **সোলজার ক্লার্ক/ স্টোর কিপার টেকনিক্যাল/ অল্ আর্মস** ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - গড়ে ৬০ শতাংশ নম্বর সহ যে-কোনও বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ এবং প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা আবশ্যক। এছাড়া, দশম ও দ্বাদশ পরীক্ষায় ইংরিজি এবং অঙ্ক/ অ্যাকাউন্টেন্সি/ বুক কিপিং বিষয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করা হলে র‍্যালিতে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৬ হিসেবে সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২২ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ জুলাই ২০০৩ থেকে ১ জুলাই ২০০৯-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৬০ সেমি, ওজন - ৪৮ কেজি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, সাথে ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে।

ক্রমিক সংখ্যা (৪) ঃ পদের নাম - **সোলজার ট্রেডস ম্যান** ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্তত মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৬ হিসেবে সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২২ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ জুলাই ২০০৩ থেকে ১ জুলাই ২০০৯-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৬০ সেমি, ওজন - ৪৮ কেজি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, সাথে ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে। ক্রমিক সংখ্যা (৫) ঃ পদের নাম - **সোলজার ট্রেডস ম্যান** ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্তত ৮ম শ্রেণি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৬ হিসেবে সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২২ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ জুলাই ২০০৩ থেকে ১ জুলাই ২০০৯-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৬০ সেমি, ওজন - ৪৮ কেজি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, সাথে ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে।

সফল প্রার্থীদের ধাপে ধাপে অ্যাপটিটিউড টেস্ট এবং মেডিক্যাল টেস্ট নেওয়া হবে। মেডিক্যাল সহ অন্যান্য টেস্টের জন্য নির্দিষ্ট দিন স্থির রাখা হবে। প্রার্থীদের উক্ত র‍্যালীতে অংশ গ্রহণের আগে নিজ আগ্রহে নিজস্ব মেডিক্যাল চেকআপ, যেমন বিশেষ করে চওড়া পা, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, শারীরিক মাপ, বিকলাঙ্গতা, অসঙ্গতি ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে আসবেন। র‍্যালীতে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হিসেবে নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে — দূরপাল্লার দৌড়, পুল আপ, আঁকাবাঁকা ভারসাম্যতা, লং জাম্প। পরে নেওয়া হবে মেডিক্যাল পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষা। দূর পাল্লার দৌড়ে নতুন নিয়ম করা হয়েছে — ৫ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে ১.৬ কিমি. দৌড় শেষ করতে পারলে ৬০ নম্বর পাবেন, আরো ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে দৌড় শেষ করতে পারলে ৪৮ নম্বর পাবেন। ৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে দৌড় শেষ করতে না পারলে অনুপযুক্ত হিসেবে বাতিল করে দেয়া হবে। পুল আপের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সময়ে অন্তত ১০ বার করতে সক্ষম হলে ৪০ নম্বর, ৯ বারের জন্য ৩৩ নম্বর, ৮ বারের জন্য ২৭ নম্বর, ৭ বারের জন্য ২১ নম্বর ও ৬ বারের জন্য ১৬ নম্বর ধার্য রয়েছে। অন্তত ৬ বার পুল আপ না করতে পারলে অনুপযুক্ত হিসেবে বাতিল করে দেয়া হবে। ৯ ফিট দূরত্বের লংজাম্প ও আঁকাবাঁকা ভারসাম্যতায় হাঁটার বিষয়ে কোয়ালিফাই করতে হবে।

উপযুক্ত প্রার্থীরা স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট, ভোটার তালিকা (যদি থাকে), কাস্ট সার্টিফিকেট, সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের ২০ কপি রঙীন ছবি, এডমিট কার্ড, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পাশের সার্টিফিকেট, সার্ভিসম্যান ও এক্স-সার্ভিসম্যানের পুত্র হলে ডিসচার্জ বুক, রিলেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ও জেরক্স কপি সহ নির্দিষ্ট দিনক্ষণ অনুযায়ী এডমিট কার্ড নিয়ে নিয়োগ র‍্যালিতে উপস্থিত থাকবেন। উপযুক্ত এবং ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থীদের এই র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে আগে থেকে আবেদন পাঠাতে হবে।

আদিবাসী প্রতিভা বিকাশে জোর, বিশ্ব ক্রীড়াশক্তি হওয়ার লক্ষ্য: রাষ্ট্রপতির ভাবনা তুলে ধরলেন ক্রীড়ামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল(আইএএনএস): আদিবাসী ক্রীড়াবিদদের ধারাবাহিক সমর্থন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলে ভারত ভবিষ্যতে বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারবেরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর এই বার্তা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া।

শুক্রবার এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একটি পোস্টে মাণ্ডাভিয়া জানান, রাষ্ট্রপতি তাঁর লেখায় 'খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস ২০২৬'-এর গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রতিভা, প্রশিক্ষণ ও সঠিক সুযোগের সমন্বয়ে আদিবাসী যুবকদের ক্ষমতায়ন সম্ভব এবং এর মাধ্যমেই দেশের ক্রীড়াভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে।

রাষ্ট্রপতি তাঁর লেখায় স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯২৮ অলিম্পিক গেমস-এ হকিতে ভারতের প্রথম সোনাজয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালেদিলীপ তিরকি, সুবোধ লাকড়া এবং সালিমা-এর মতো খেলোয়াড়রা ভারতীয় হকিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ছোটবেলা থেকেই তিনি খেলাধুলায় আগ্রহী ছিলেন এবং স্কুল জীবনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর মতে, খেলাধুলা দলগত মনোভাব গড়ে তোলে এবং সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করে।

রাষ্ট্রপতি 'খেলো ইন্ডিয়া' কর্মসূচির প্রশংসা করে বলেন, এটি দেশের সব অঞ্চল ও সামাজিক স্তরের মানুষের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্রীড়া পরিবেশ তৈরি করছে। পাশাপাশি 'অস্মিতা' প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের, বিশেষ করে আদিবাসী কন্যাদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণও বাড়ানো হচ্ছে।

শেষে তিনি বলেন, দেশের যুবসমাজের ক্রীড়া প্রতিভা একটি অমূল্য সম্পদ, যা সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে ভারত ক্রীড়াক্ষেত্রে বহু নতুন সাফল্য অর্জন করবে। তাঁর বার্তা"খেলো ইন্ডিয়া, খেলো ইন্ডিয়া।"

দিল্লিতে ঘুষ কাণ্ডে বড় সাফল্য, হাতেনাতে ধরা পড়ল ৪ সরকারি কর্মী

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (আইএএনএস): জাতীয় রাজধানীতে পৃথক দুইটি ঘুষ কাণ্ডে চারজন সরকারি কর্মীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। এই ঘটনায় পুরসভা ও প্রত্নতাত্ত্বিক দফতরের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে বলে জানিয়েছে সংস্থা।

সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, ১ এপ্রিল ফাঁদ পেতে অভিযান চালিয়ে দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এমসিডি) শাহদারা নর্থ জোনের এক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ও এক বেলদার এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)-র জন্তর মন্তর সাব-সার্কেলের এক কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ও এক মনুমেন্ট অ্যাটেনডেন্টকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রথম মামলা: বাড়ি ভাঙা ঠেকাতে ঘুষ দাবি ৩১ মার্চ দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে জানা যায়, এমসিডির এক বেলদার অভিযোগকারী ব্যক্তির কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করে। অভিযোগ ছিল, সম্প্রতি সংস্কার করা একটি বাড়ি ভাঙা হবে নাএই আশ্বাসের বিনিময়েই এই টাকা দাবি করা হয়।

সিবিআই ১ এপ্রিল ফাঁদ পেতে অভিযুক্ত বেলদারকে প্রথম কিস্তির ৫ হাজার টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরে। তদন্তে জানা যায়, একই দফতরের এক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের জন্যও আরও ৭০ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছিল। পরে ওই জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারকেও গ্রেফতার করা হয়।

পোস্টাল ব্যালট ভোটদান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত এলাকা জেলা পরিষদ নির্বাচনে ১৫-জিরানীয়া (তপঃ উপজাতি) ও ১৬-মান্দাই নগর-পুলিনপুর (তপঃ উপজাতি) সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের কাজে নিয়োগ প্রাপ্ত সমস্ত সিকিউরিটি /ভোটকর্মী/ড্রাইভার/কন্ডাক্টর/ক্লিনার/হেল্পার ইত্যাদি ভোট কর্মীদের জন্য জিরানীয়া এস.ডি. এম অফিস সন্নিহিত চৌধুরীবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পোস্টাল ব্যালট ভোটদান সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

উক্ত পোস্টাল ব্যালট ভোটদান সহায়তা কেন্দ্রের কর্মসূচি নিম্নরুপঃ-

ক্রমিক নং	তারিখ	সময়	কারা ভোট দিতে পারবেন
১	০৭-০৪-২০২৬	সকাল ১০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৪ ঘটিকা	সমস্ত নিরাপত্তা রক্ষা কর্মী, পুলিশ কর্মীরা/সমস্ত ভোটকর্মী/ ড্রাইভার/ কন্ডাক্টর/ ক্লিনার/ হেল্পার ইত্যাদি
২	০৮-০৪-২০২৬	সকাল ১০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৪ ঘটিকা	

উক্ত পোস্টাল ব্যালট ভোটদান সহায়তা কেন্দ্রে নির্বাচনী কাজে নিয়োগ প্রাপ্ত সমস্ত নিরাপত্তা রক্ষাকর্মী, পুলিশ কর্মী ও ভোট কর্মীদের যথা সময়ে উপস্থিত থেকে ভোটদান করার জন্য অনুরোধ রইলো।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষর অস্পষ্ট, রিটার্নিং অফিসার, (মহকুমা শাসক),১৫-জিরানীয়া (তপঃ উপজাতি) এবং১৬-মান্দাই নগর-পুলিনপুর (তপঃ উপজাতি) সংরক্ষিত আসন, জিরানীয়া, পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D/11/26

পশ্চিম এশিয়া সংঘাত ৪০ দিনের বেশি চললে বিশ্বে খাদ্যদ্রব্যের দাম আরও বাড়বে : এফএও সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে বিশ্বজুড়ে খাদ্যদ্রব্যের দাম আরও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করল ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও)। শুক্রবার প্রকাশিত রিপোর্টে জানানো হয়েছে, মার্চ মাসে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্ব খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

এফএও-র ফুড প্রাইস ইনডেক্স মার্চে দাঁড়িয়েছে ১২৮.৫ পয়েন্টে, যা ফেব্রুয়ারির তুলনায় ২.৪ শতাংশ বেশি এবং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১ শতাংশ বেশি।

এফএও-র প্রধান অর্থনীতিবিদ ম্যাক্সিমো তোরেরো জানান, সংঘাত শুরুর পর থেকে দাম বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে সীমিত হলেও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব স্পষ্ট। তবে বিশ্বজুড়ে শস্যের পর্যাপ্ত মজুত থাকায় পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়া যাচ্ছে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি এই সংঘাত ৪০ দিনের বেশি স্থায়ী হয় এবং উৎপাদন খরচ বাড়তে থাকে, তাহলে কৃষকদের কম ইনপুট ব্যবহার করা, কম চাষ করা বা কম সারনির্ভর ফসলের দিকে ঝুঁকতে হতে পারে। এর ফলে ভবিষ্যতের উৎপাদন এবং খাদ্য সরবরাহে বড় প্রভাব পড়বে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্চ মাসে গমের আন্তর্জাতিক দাম ৪.৩ শতাংশ বেড়েছে, যার মূল কারণ যুক্তরাষ্ট্রে খরার প্রভাব এবং অস্ট্রেলিয়া-তে উচ্চ সারমূল্যের কারণে কম চাষের সম্ভাবনা।

ভুট্টার দাম সামান্য বেড়েছে, যদিও পর্যাপ্ত সরবরাহ কিছুটা ভারসাম্য বজায় রেখেছে। অন্যদিকে, চালের দামে ৩ শতাংশ পতন হয়েছে, যা মূলত ফসল তোলার সময়, আমদানির চাহিদা কমে যাওয়া এবং মুদ্রার অবমূল্যায়নের কারণে।

ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে বড়সড় বৃদ্ধি দেখা গেছে। পাম, সয়াবিন, সূর্যমুখী এবং রেপসিড তেলের দাম বেড়েছে, যা মূলত অপরিশোধিত তেলের দামের ঊর্ধ্বগতির প্রভাবে জৈব জ্বালানির চাহিদা বাড়ার আশঙ্কার সঙ্গে যুক্ত। মাংসের দামও ১ শতাংশ বেড়েছে, বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নে শূকরের মাংসের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে। পাশাপাশি ব্রাজিল-এ গরুর মাংসের সরবরাহ কমে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে তার দাম বেড়েছে।

দুগ্ধজাত পণ্যের দাম ১.২ শতাংশ এবং চিনি ৭.২ শতাংশ বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে ব্রাজিল বেশি পরিমাণে আখ থেকে ইথানল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকতে পারে, যা চিনির দামে প্রভাব ফেলছে।

এদিকে, বিশ্বজুড়ে গম উৎপাদন ৮২০ মিলিয়ন টনে পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এফএও, যা গত বছরের তুলনায় ১.৭ শতাংশ কম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে খাদ্যদ্রব্যের দামে আরও চাপ তৈরি হতে পারে এবং এর প্রভাব আগামী বছর পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে পাকিস্তান সরকারকে তীব্র সমালোচনা মানবাধিকার সংস্থার

ইসলামাবাদ, ৩ এপ্রিল(আইএএনএস): ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির মধ্যে জ্বালানির দাম ব্যাপক হারে বাড়ানোর সিদ্ধান্তে পাকিস্তান সরকারের কড়া সমালোচনা করল দেশের মানবাধিকার সংস্থা পাকিস্তান মানবাধিকার কাউন্সিল (এইচএইচসি)।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, এমন সময় পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ইতিহাসের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যখন সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই চরম মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক চাপে জর্জরিত। এর ফলে নাগরিকদের ক্রয়ক্ষমতা আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পেট্রোলের দাম প্রায় ৪৩ শতাংশ এবং হাই-স্পিড ডিজেলের (এইচএসডি) দাম প্রায় ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন ঘোষণায় পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ৩২১.১৭ পাকিস্তানি রুপি থেকে বেড়ে ৪৫৮.৪১ রুপিতে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ডিজেলের দাম ৩৩৫.৮৬ রুপি থেকে বেড়ে ৫২০.৩৫ রুপি হয়েছে। এছাড়াও কেরোসিনের দামও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫৭.৮০ রুপি প্রতি লিটার।

এই প্রসঙ্গে এইচআরসি জানায়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক উত্তেজনাকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে এই ধরনের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। কারণ, বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়নি এবং বিকল্প শক্তির উৎসও দেশের কাছে রয়েছে।

সংস্থার মতে, এত বড় মাত্রায় জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নীতিগত স্বচ্ছতা ও জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই সিদ্ধান্ত শুধু মূল্যস্ফীতিকে আরও বাড়াবে না, বরং পরিবহণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার খরচ বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলবে।

এইচআরসি আরও সতর্ক করে বলেছে, এই পরিস্থিতি মানুষের মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সরকারকে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়ে সংস্থাটি বলেছে, সাধারণ মানুষের জন্য কার্যকর স্বস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং জ্বালানির মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সংস্থাটি সতর্ক করে দিয়েছে যে, বাড়তে থাকা জনঅসন্তোষ ভবিষ্যতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে, যার দায় বর্তাবে নীতিনির্ধারকদের ওপরই।

নবজাতককে বুকে জড়িয়ে প্রথম ছবি শেয়ার সোনম কাপুর -এর

মুম্বই,৩ এপ্রিল (আইএএনএস): বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর মা হওয়ার পর এক আবেগঘন মুহূর্ত শেয়ার করলেন তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসপাতাল থেকেই নবজাতক সন্তানকে বুকে জড়িয়ে প্রথম ছবি পোস্ট করেন তিনি।

ছবির ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, কৃতজ্ঞতার ভাষা নেই।

প্রথম ছবিতে দেখা যায়, হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন সোনম, আর তাঁর বুকে জড়ানো রয়েছে সাদা কাপড়ে মোড়া নবজাতক। চোখ বন্ধ করে এক শান্ত, তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে। দ্বিতীয় ছবিতে তাঁকে কালো আরামদায়ক পোশাকে হাসপাতালের একটি ট্রের পাশে বসে খাবার খেতে দেখা গেছেযা একটি স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তের ছবি বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ২৯ মার্চ দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন সোনম। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানান, তাঁদের পরিবারে এসেছে এক পুত্রসন্তান।

এর আগে পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, "অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসায় আমরা জানাচ্ছি, ২০২৬ সালের ২৯ মার্চ আমাদের পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছে। আমাদের পরিবার আরও বড় হল, আর তার আগমনে আমাদের হৃদয় আরও পূর্ণ হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, বড় ছেলে ভায়ু নতুন ভাইকে পেয়ে ভীষণ খুশি। "ভায়ু তার ছোট ভাইকে স্বাগত জানাতে পেরে খুবই আনন্দিত। এই নতুন জীবনের আগমনে আমাদের ঘর ভরে উঠেছে সুখ ও আশীর্বাদে," বলেন অভিনেত্রী।

২০১৮ সালের মে মাসে ব্যবসায়ী আনন্দ আহুজা-র সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন সোনম। ২০২২ সালের আগস্টে তাঁদের প্রথম সন্তান ভায়ুর জন্ম হয়। এখন চার সদস্যের পরিবার নিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন এই দম্পতি।

কেরলে নির্বাচনী উত্তাপ চরমে, শনিবার প্রচারে নামছেন মোদি ও রাহুল

তিরুবনন্তপুরম, ৩ এপ্রিল (আইএএনএস): কেরলে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারের উত্তাপ তুঙ্গে। শনিবার একদিনেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারে নামছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। ফলে ভোটের আগে শেষ পর্বে জমে উঠছে রাজনৈতিক লড়াই। আগামী ৯ এপ্রিল কেরলে ১৪০টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে জোরদার প্রচারে নেমেছে সব রাজনৈতিক দল।কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোটের পক্ষ থেকে রাহুল গান্ধী একদিনে আলাপ্পুঝা, এরনাকুলাম ও ইদুক্কিএই তিন জেলায় একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। দলীয় সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাদেরার দ্বিতীয় দফার প্রচারসূচিও ঘোষণা করা হতে পারে, যেখানে ওয়ানাড় বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

অন্যদিকে, বিজেপির প্রচারের নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি তিরুভাল্লায় একটি বড় জনসভায় বক্তব্য রাখবেন এবং পরে তিরুবনন্তপুরমের নেমোম কেন্দ্রে প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ রোড শো করবেন। এই কেন্দ্র থেকেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নেমোম কেন্দ্রটি বিজেপির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৬ সালে এই কেন্দ্রেই দল একমাত্র আসনে জয় পেয়েছিল, যদিও ২০২১ সালে সেই আসন হারাতে হয়।এবার সেই হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া বিজেপি।

গত নির্বাচনে অন্তত ৯টি আসনে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিজেপি নেতৃত্ব এবার একাধিক আসনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফও ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা দেখছে এবং শাসকবিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগাতে চাইছে।মোদি ও রাহুল গান্ধীর সমান্তরাল প্রচার কেরলকে জাতীয় রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পরিণত করেছে। ভোটের আগে আরও একাধিকবার শীর্ষ নেতৃত্বের সফরের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানা গেছে।

জঙ্গল-পথ পেরিয়ে জাতীয় মঞ্চে ভারতীয় হকিতে আদিবাসী শক্তির উত্থান

রায়পুর, ৩ এপ্রিল(আইএএনএস): খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস ২০২৬-এ হকিতে পুরুষ ও মহিলাদুই বিভাগেই সোনা জিতে নজর কাড়ল ওড়িশা। তবে এই সাফল্য শুধু পদকের নয়, বরং দেশের আদিবাসী অঞ্চলে হকির মাধ্যমে বদলে যাওয়া জীবনের গল্পও তুলে ধরল।

রায়পুরের বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে পুরুষ বিভাগে ঝাড়খণ্ডকে ৪-১ ব্যবধানে হারায় ওড়িশা। মহিলাদের বিভাগে মিজোরামকে ১-০ গোলে হারিয়ে সোনা জেতে তারা। পুরুষ বিভাগে ঝাড়খণ্ড পায় রুপো, ছত্তিশগড় পায় ব্রোঞ্জ। মহিলাদের বিভাগে ঝাড়খণ্ড ব্রোঞ্জ জিতে পডিয়াম সম্পূর্ণ করে।

এই সাফল্যের আড়ালে রয়েছে বহু বছরের সংগ্রাম। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের গ্রামাঞ্চলে বহুদিন ধরেই হকি জীবনের অংশগাছের ডাল দিয়ে তৈরি স্টিক, খালি পায়ে মাঠে খেলাসেখান থেকেই উঠে আসছে প্রতিভা।

কিন্তু আগে সেই প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ছিল না। এখন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স', উন্নত পরিকাঠামো এবং গ্রাসরুট স্তরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গড়ে উঠছে, যা এই প্রতিভাদের সামনে নতুন পথ খুলে দিচ্ছে।

প্রাক্তন অলিম্পিয়ান অজিত লাখরা, যিনি বর্তমানে বিলাসপুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর প্রধান কোচ, বলেন, "গ্রাসরুট থেকে জুনিয়র ও সিনিয়র স্তর পর্যন্ত একটি শক্তিশালী কাঠামো তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে আদিবাসী অঞ্চলের খেলোয়াড়রা এর ফলে অনেক উপকৃত হচ্ছে।"

আরও এক প্রাক্তন অলিম্পিয়ান মনোহর টপনো মনে করেন, "আমাদের সমাজে হকি স্বাভাবিকভাবেই খেলা হয়। সঠিক দিশা পেলে এই খেলোয়াড়রাই একদিন দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে।"

এই পরিবর্তনে বড় ভূমিকা নিচ্ছে 'খেলো ইন্ডিয়া' ও 'অস্মিতা' প্রকল্প, যেখানে বিশেষ করে মহিলা খেলোয়াড়দেরও মূল ধারায় আনা হচ্ছে।

হকি ইন্ডিয়ার সদস্য অসৃতা লাখরা বলেন, "এই অঞ্চলের বাচ্চাদের রক্তেই হকি আছে। এখন সুযোগ ও প্রশিক্ষণ বাড়ায় তারা জাতীয় স্তরে পৌঁছতে পারছে।"

এখন ক্রীড়া বিজ্ঞানের সহায়তা, ফিজিওথেরাপি, ভিডিও বিশ্লেষণের মতো আধুনিক সুবিধাও পৌঁছে যাচ্ছে দূরবর্তী এলাকায়। ফলে স্বাভাবিক প্রতিভা ও আধুনিক প্রশিক্ষণের মেলবন্ধনে তৈরি হচ্ছে নতুন সম্ভাবনা।

একসময় নকশাল প্রভাবিত ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতেও এখন হকি হয়ে উঠছে ঐক্যের প্রতীক এবং উন্নতির হাতিয়ার। গ্রামের মাঠ থেকে আন্তর্জাতিক স্বপ্নএই পথেই এগোচ্ছে ভারতের নতুন প্রজন্মের আদিবাসী হকি খেলোয়াড়রা।

অসমে জোরদার বিজেপির প্রচার, আজ মাঠে অমিত শাহ ও যোগী আদিত্যনাথ

গুয়াহাটি, ৩ এপ্রিল (আইএএনএস): অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। শুক্রবার রাজ্যজুড়ে প্রচারে নামছেন বিজেপি ও এনডিএ জোটের শীর্ষ নেতারা।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আজ অসমে পৌঁছে সোনিতপুর জেলার বারছালা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মিসামারিতে একটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন। তিনি বিজেপি প্রার্থী ঋতুবরণ শর্মার সমর্থনে প্রচার চালাবেন। দলীয় নেতৃত্বের মতে, যোগীর এই সফর কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করবে।

বারছালা আসনটি উর্ধ অসমে বিজেপির নির্বাচনী কৌশলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে তাঁর ব্যাপক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি শুক্রবার গোলকগঞ্জ, দুধনই এবং পালাশবাড়িতে একাধিক জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। তাঁর প্রচারে রাজ্য ও কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের সাফল্য তুলে ধরা হচ্ছে এবং বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে।

বিজেপি সূত্রে দাবি, অমিত শাহের সভাগুলিতে বিপুল জনসমাগম হচ্ছে, যা এনডিএ জোটের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এদিকে গুয়াহাটিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিসপুর বিধানসভা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বৈঠক করেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদব, প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ ভুবনেশ্বর কলিতা সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতা, সাংসদ ও প্রার্থী প্রজ্যুত বর্দোলৈই।বুথ স্তরের সংগঠন, ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রচারের সমন্বয় নিয়েই মূলত আলোচনা হয়।

সব মিলিয়ে, শীর্ষ নেতৃত্বের জোরদার প্রচার ও কৌশলগত প্রস্তুতির মাধ্যমে অসমে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি, যার ফলে রাজ্যে জমে উঠছে হাই-ভোল্টেজ নির্বাচনী লড়াই।

বঙ্গ: বিধানসভা ভোটের দায়িত্ব থেকে এসএসসি কর্মীদের ছাড় দিল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ৩ এপ্রিল(আইএএনএস): শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বার্থে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর আধিকারিকদের বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল নির্বাচন কমিশন। এই সিদ্ধান্তে চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে না বলে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালে প্রায় ২৬ হাজার এসএসসি চাকরি বাতিলের পর নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন রাখতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশংসা করেন বিচারপতি।

গত ১ মার্চ স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রায় ২৪ জন আধিকারিককে পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। এরপরই গত ২৫ মার্চ বিষয়টি নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়।

এসএসসি-র আইনজীবী আদালতে জানান, সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে মোট ৩৫ জন কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সামলাচ্ছেন। এর মধ্যে ২৪ জনকে নির্বাচনী দায়িত্বে পাঠানো হলে কার্যত মাত্র ১১ জন কর্মী দিয়ে পুরো প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব নয়।

এসএসসি আরও দাবি করে, তারা একটি স্বশাসিত সংস্থা। তাদের কর্মীদের নির্বাচনী কাজে সরানো হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।

বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন কলকাতা হাইকোর্টকে জানায়, পোলিং ডিউটিতে নিয়োজিত ২৪ জন এসএসসি আধিকারিককে ইতিমধ্যেই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসকও ১ এপ্রিল এই বিষয়ে অবহিত করেন। এরপরই আদালত মামলাটি নিষ্পত্তি করে।

উল্লেখ্য, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২৫ সালের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট প্রায় ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল করে। একই সঙ্গে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে এই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

ইরানের বড়সড় হামলা সক্ষমতা এখনও অটুট, মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টে উদ্বেগ

ওয়াশিংটন, ৩ এপ্রিল (আইএএনএস): যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক গোয়েন্দা মূল্যায়নে উঠে এসেছে, একাধিক বড়সড় হামলার পরেও ইরান এখনও উল্লেখযোগ্য সামরিক আক্রমণ ক্ষমতা ধরে রেখেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম-এর প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার এক মাস পরেও ইরানের প্রায় অর্ধেক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা অক্ষত রয়েছে। পাশাপাশি, তাদের কাছে এখনও হাজার হাজার 'ওয়ান-ওয়ে অ্যাটাক ড্রোন' মজুত আছে, যা দিয়ে যে কোনও সময় বড়সড় হামলা চালানো সম্ভব।

এক গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, "ইরান এখনও গোটা অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর মতো অবস্থায় রয়েছে।"

প্রতিবেদন আরও বলছে, ইরানের কাছে বিপুল সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়াও উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ক্রুজ মিসাইলের বড় ভাণ্ডার রয়েছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এই ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও ইরানের নৌবাহিনীর বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস -এর নৌ ইউনিট এখনও প্রায় অর্ধেক সক্ষমতা বজায় রেখেছে। তাদের হাতে শত শত ছোট নৌকা এবং মানববিহীন জলযান রয়েছে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ইরান দীর্ঘদিন ধরে ভূগর্ভস্থ টানেল ও গুহায় তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা লুকিয়ে রাখার কৌশল ব্যবহার করছে, যার ফলে সেগুলিকে ধ্বংস করা কঠিন হয়ে পড়ছে।এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামরিক অভিযান শেষ করতে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে জানালেও, গোয়েন্দা মহলের একাংশ এই সময়সীমাকে বাস্তবসম্মত বলে মনে করছে না।বর্তমানে ইসরায়েল, উপসাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন মিত্র দেশগুলি এবং মার্কিন সেনা ঘাঁটিগুলি নিয়মিতভাবে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার মুখে পড়ছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

মেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে যুবকের ওপর হামলা

বিশালগড়, ৩ এপ্রিল: বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে মেলা দেখে টি আর ০৭ এইচ ৬৬৬০ নম্বরের বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হামলার শিকার হন যুবক স্যামুয়েল দেববর্মা। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তাকে মারধর করে মাথায় আঘাত করে এবং তার বাইক ছিনিয়ে নেয়।
এই অভিযোগ সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন স্যামুয়েল দেববর্মা ও তার পিতা ঘটনাটি গতকাল রাত প্রায় ১২টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া বাড়ি এলাকায় ঘটে। স্যামুয়েল ও তার পিতার দাবি অভিযুক্ত সুনীল দেববর্মা যার বাড়ি পুষ্কর বাড়ি এলাকায় শুক্রবার দুপুরে তারা বিশ্রামগঞ্জ থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
তাদের বাড়ি রামনগর রামপদ এলাকায় বলে জানা গেছে। ঘটনার পর পুরো এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কী কারণে এই হামলা ও বাইক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে কাঞ্চনপুরে ফ্ল্যাগ মার্চ, নিরাপত্তা জোরদার প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৩ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর শহরে ফ্ল্যাগ মার্চের আয়োজন করা হয়।
শুক্রবার উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন এবং জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাইয়ের নেতৃত্বে এই ফ্ল্যাগ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করেন।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়াতে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন জানান, সাধারণ মানুষ যাতে নির্ভয়ে, অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।
প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, এর ফলে নির্বাচনের সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকবে।

তেলিয়ামুড়ায় আইপিএফটির বাইক র‍্যালি, প্রার্থী ধনঞ্জয় রিয়াং-এর সমর্থনে শক্তি প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ এপ্রিল: আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে তেলিয়ামুড়া মহকুমার ১১ নং মহারানীপুর কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। শুক্রবার আইপিএফটি মনোনীত প্রার্থী ধনঞ্জয় রিয়াং-এর সমর্থনে এক বিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।
এদিনের র‍্যালিটি চাকমাঘাট থেকে শুরু হয়ে মুঙ্গিয়াকামী ৪৩ মাইলসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় চাকমাঘাটে এসে শেষ হয়। পুরো পথজুড়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের বিপুল উপস্থিতি এবং উচ্ছ্বাস ছিল নজরকাড়া। দলীয় পতাকা ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র এলাকা।
এই কর্মসূচিতে প্রার্থী ধনঞ্জয় রিয়াং ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের অন্যতম নেতা সুনীল দেববর্মা এবং অন্যান্য স্থানীয় জনজাতি নেতৃত্ব। তাদের উপস্থিতি র‍্যালির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে।
দলীয় সূত্রে জানা যায়, এই বাইক র‍্যালির মূল উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনী প্রচারকে আরও তীব্রতর করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের অংশগ্রহণে র‍্যালিটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেছে দলীয় নেতৃত্ব।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে গোমতী জেলায় পুলিশ মহানির্দেশকের বৈঠক

আগরতলা, ৩ এপ্রিল: পাহাড়ের আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে গোমতী জেলায় এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ ধনকর সহ গোমতী ও দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন মহকুমার পুলিশ আধিকারিকরা। বৈঠকে নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসনের প্রস্তুতি আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করেএ দাবি বাস্তবসম্মত নয়: সাইয়েদ আকবরুদ্দিন

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল(আইএএনএস): ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অনুসরণ করেএই অভিযোগ "অন্যায্য" এবং "বাস্তবতার প্রতিফলন নয়" বলে মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রাক্তন স্থায়ী প্রতিনিধি সাইয়েদ আকবরুদ্দিন।
যুব পডকাস্টার ও উদ্যোক্তারাজ শামণি-এর ইউটিউব চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে আকবরুদ্দিন বলেন, "ভারত আমেরিকাকে অনুসরণ করেএ কথা বলা ঠিক নয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে আমাদের অবস্থানই প্রমাণ করে আমরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিই।"
তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে 'বোর্ড অব পিস' উদ্যোগের কথা বলেছেন, তাতে পাকিস্তান যোগ দিলেও ভারত অংশ নেয়নি, কারণ এটি কোনও প্রকৃত আন্তর্জাতিক সংস্থা নয় বলে ভারত মনে করে।
এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন, ইরানের সঙ্গে আলোচনা করে নিজেদের জাহাজ ফেরানোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ভারত নিজস্ব কূটনৈতিক পথে এগিয়েছে। "আমেরিকা তা পছন্দ না করলেও আমরা আলোচনা চালিয়ে গেছি," বলেন তিনি।
ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে আকবরুদ্দিন বলেন, ওই ইস্যুতেও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সমর্থন করেনি। বরং ভোটাভুটিতে বিরত থেকেছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে বিরত না থাকার জন্য চাপ দিয়েছিল।
তিনি আরও বলেন, "বিশ্বে এমন কেউ নেই যে মনে করে ভারত আমেরিকার অনুসারী। এমনকি আমেরিকাও তা বিশ্বাস করে না।"
উল্লেখ্য, দেশে বিরোধী দলগুলি মাঝে মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে তারা মার্কিন চাপের অধীনে কাজ করে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-ও একাধিকবার এ ধরনের মন্তব্য করেছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

খোয়াইয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে: জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) নির্বাচন প্রক্রিয়া অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত ৯-হালাহালি-আশারামবাড়ী (এসটি) ও ১২-রামচন্দ্রঘাট (এসটি) নির্বাচনি কেন্দ্রের অন্তর্গত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি ইতিমধ্যেই সেক্টর অফিসারগণ এবং নির্বাচনি কাজে যুক্ত অন্যান্য আধিকারীকগণ পরিদর্শন করেছেন।
আজ খোয়াই মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক নির্মল কুমার, ১২-রামচন্দ্রঘাট (এসটি) নির্বাচনি কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষক কৃষ্ণ গোপাল রায় (আই এফ এস), জেলা পুলিশ সুপার রানাদিত্যে দাস, খোয়াই মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডি কুদিয়ারাসু প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক আরও জানান, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে পানীয়জলের ব্যবস্থা, টয়লেট, বাথরুম ও র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্বাচনি প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য সিভিল সেক্টর অফিসার ও পুলিশ সেক্টর অফিসার পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করছেন। তাছাড়া নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই সিভিল সেক্টর অফিসার ও পুলিশ সেক্টর অফিসারদের নির্বাচনি নির্দেশিকা অনুসারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

তৈবান্দলে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৫০০"র অধিক ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল

আগরতলা, ৩ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ক্রমশ ভাঙছে তিপরা মথা, শক্তিশালী হচ্ছে বিজেপি।
মথার দুর্নীতি ও মিথ্যাচারের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এখন উন্নয়ন ও সুশাসনের পক্ষে হাঁটছেন জনজাতিরা, দিকে দিকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান এই বার্তাই বহন করে।
আজ ২২ কাঠালিয়া- মির্জা- রাজাপুর তপশিলী উপজাতি সংরক্ষিত আসনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার নির্বাচনী সমাবেশে তিপরা মথার ২০২৩ নির্বাচনের ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া এবং জেলা পর্যায়ের নেতৃত্ব দীপক নোয়াতিয়া সহ প্রায় পাঁচ শতাধিক ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন।
তৈবান্দল বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এই যোগদান ভোটের মুখে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আরো শক্তিশালী করবে।

গুড ফ্রাইডে পালিত, আগরতলার ডন বস্কো স্কুলে বিশেষ প্রার্থনা সভা

আগরতলা, ৩ এপ্রিল: আজ গুড ফ্রাইডে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই দিনেই যিশু খ্রিস্ট-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্মরণ করা হয়। এই ঘটনাকে খ্রিস্টান ধর্মে আত্মত্যাগ, ভালোবাসা ও মানবতার সর্বোচ্চ প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ গভীর শ্রদ্ধা, নীরবতা ও প্রার্থনার মাধ্যমে দিনটি পালন করে থাকেন। বিভিন্ন গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা, ধর্মীয় আচার এবং যিশু খ্রিস্টের ত্যাগের স্মরণে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে আগরতলার ডন বস্কো স্কুলে এক বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রার্থনা সভায় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে যিশু খ্রিস্টের আত্মত্যাগের বার্তা স্মরণ করেন এবং মানবতার কল্যাণে প্রার্থনা জানান।দিনটির মূল তাৎপর্য মানবতার সেবা, সহমর্মিতা এবং ত্যাগের আদর্শকে জীবনে ধারণ করাএই বার্তাই আজকের দিনে সকলের কাছে তুলে ধরা হয়।

ইভিএম নিয়ে অনিয়মের

● প্রথম পাতার পর
উপনির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিও কমিশন নাকচ করে দিয়েছে।
এছাড়াও তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরার জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এক নির্বাচনী প্রচারে মন্তব্য করেছেন যে, ভোটাররা যেই বোতামই টিপুন না কেন, ভোট বিজেপির পক্ষেই যাবে। এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ বাম নেতৃত্বের।
বামফ্রন্টের অভিযোগ, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ওয়েবকাস্টিংয়ের দাবি জানানো হলেও তহবিলের অভাবের কথা বলে তা খারিজ করা হয়েছে, যা অগ্রহণযোগ্য।
তাঁদের আরও অভিযোগ, নির্বাচনের আগে ভোটারদের মধ্যে প্রকাশ্যে টাকা ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে, কিন্তু নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। একইসঙ্গে ধর্মনগর উপনির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে দাবি করা হয়।
ধর্মনগর উপনির্বাচনে বিজেপি, সিপিআই(এম), কংগ্রেসসহ বিভিন্ন দলের মোট ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রয়াত বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেনের মৃত্যুর পর এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে অসুস্থতার কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
এদিকে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, টিটিএএডিসি নির্বাচনে বিজেপি, তিপ্রা মথা পার্টি এবং বামফ্রন্ট ২৮টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে। কংগ্রেস ২৭টি আসনে এবং আইপিএফটি ২৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এছাড়া ৩৮ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ১৭৩ জন প্রার্থী ১২ এপ্রিলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
প্রসঙ্গত, প্রায় ১০,৪৯১ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত টিটিএএডিসি ত্রিপুরার মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে এবং এখানে প্রায় ১২.১৬ লক্ষ মানুষের বসবাস, যার মধ্যে প্রায় ৮৪ শতাংশই জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত।

তিপ্রাল্যান্ড কেবলই

● প্রথম পাতার পর
ইতিমধ্যে বিনামূল্যে চাল পাচ্ছে এই গ্রামে। সরকারি কর্মচারী ছাড়া আমরা সকলকেই এই সুবিধা দেব। ১০০ জল সংযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে, যা বিজেপি সরকার ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছে। আগে যেখানে প্রায় ৫০০ জন সামাজিক ভাতা পেতেন, এখন সেই সংখ্যা বেড়ে ২,০০০ হয়েছে। এসবই বিজেপি সরকারের কাজ, যা আপনাদের বোঝা উচিত।
মন্ত্রী আরও বলেন অনেকে জনজাতির প্রতি ভালোবাসার কথা বলেন, কিন্তু আগে কেউ পদ্মশ্রী পাননি। বিজেপি সরকার আসার পর ১১ জন ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৯ জনই জনজাতি সম্প্রদায়ের। ২০১৮ সালের আগে তারা কেন এই সম্মান পাননি?
তিনি জানান, আগে ত্রিপুরা থেকে কেউ রাজ্যপাল হননি, কিন্তু এখন জনজাতি সম্প্রদায়ের জিষ্ণু দেববর্মা রাজ্যপাল হয়েছেন যা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কারণে। তিনি সবসময় জনজাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির ওপর জোর দেন, এবং সেই পথ অনুসরণ করেই বিজেপি সরকার কাজ করছে।
তিনি বলেন অনেক রাজনৈতিক দল শুধু কথা বলে, কিন্তু কাজ করে না। জনজাতি এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। উন্নয়ন চাইছে একমাত্র বিজেপি। 'তিপ্রাল্যান্ড' বা 'থানসা'র মতো স্লোগান বাস্তবসম্মত নয়উন্নয়নই একমাত্র বাস্তব পথ। আমরা জানি কীভাবে জনজাতিকে সম্মান দিতে হয়। তাদের সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষায় আমাদের সরকার কাজ করছে, যা আগের সরকার করেনি।
শেষে তিনি বলেন আমরাও 'থানসা' চাই, তবে সেটা সবার সঙ্গে মিলেই। কিছু আঞ্চলিক দল জনজাতি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং তাদের জন্য প্রকৃত কাজ করছে না।

কংগ্রেস আসামকে

● প্রথম পাতার পর
ক্ষমতায়নের প্রতি এনডিএ-র অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে। ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে "আসাম আন্দোলন"-এর সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্মরণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা রাজ্যটিকে একটি সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করেছিল। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিজেপি সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও বিশেষভাবে তুলে ধরেন; যার মধ্যে রয়েছে ছয়টি আদিবাসী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা এবং অসমীয়া ভাষাকে "ধ্রুপদী ভাষা" -র মর্যাদা প্রদান। "অভিন্ন দেওয়ানি বিধি" বা "ইউনিফর্ম সিভিল কোড" -এর প্রসঙ্গে শাহ বলেন যে, বিজেপি আসামে এই বিধি কার্যকর করবে; তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে এই বিধির আওতার বাইরে রাখা হবে। একইসঙ্গে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর মনে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ভুল তথ্য ও অপপ্রচার ছড়াচ্ছে। তিনি এনডি সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উদ্যোগেরও তালিকা তুলে ধরেনযার মধ্যে রয়েছে অসমের বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা প্রদান, অসম আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ এবং চরাইদেও মৈদাম-এর জন্য ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা অর্জন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে গঠিত বিজেপি-জোটকে আবারও সমর্থন জানানোর আহ্বান জানিয়ে শাহ বলেন, এনডিএ শান্তি, উন্নয়ন এবং অসমের স্বকীয়তা রক্ষারই প্রতিনিধিত্ব করে।

বিশালগড় গুলিকান্ডে আরও এক

● প্রথম পাতার পর
তাকে এখন পর্যন্ত আটক করা যায়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, রণবীর ও সোহেল পুলিশের চোখ এড়িয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তবুও এখনো পর্যন্ত তাদের আটক করতে পারছে না পুলিশ। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ বাড়ছে।
পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে রণবীর ও সোহেলকে আটক করতে তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে এবং খুব শিগগিরই তাদের আটক করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় মাদকদ্রব্য চোরাচালান

● প্রথম পাতার পর
রোডওয়েজ'-এর মাধ্যমে পাচার করা হচ্ছিল। ইডির দাবি, এই অবৈধ আয় বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিবহন ব্যবসার আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া, দেবব্রত দে ও অন্যান্য মামলা পানিসাগর ও মুঙ্গিয়াকামি থানায় দায়ের হওয়া দুটি পৃথক এফআইআর-এর ভিত্তিতে দেবব্রত দে ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে ইডি। প্রথম ঘটনায় ১,৩৫২ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয় (২০১৮), এবং দ্বিতীয় ঘটনায় ১৪,৪০০ বোতল ফেনসিডিল কফ লিন্টাস উদ্ধার করা হয় (২০২১)। এই দুটি মামলায় যথাক্রমে ধর্মনগর ও খোয়াই বিশেষ আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তদন্তে মাদক পাচার চক্রের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং সেই থেকে অর্জিত অর্থ পাচারের চিত্র সামনে এসেছে। ইডি জানিয়েছে, রাজ্যে সংগঠিতভাবে মাদক পাচার ও অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

নলছড়িতে উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর
অভিযোগ। কোনোরকমে তিনি সেখান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে।

যুদ্ধের আঁচ পড়েছে বাজারে

● প্রথম পাতার পর
ত্রিপুরার অন্য কোনো অঞ্চলে চায়ের দাম এমনভাবে বাড়েনি।
তাহলে কেন শুধুমাত্র কালী বাজারেই এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি? এই প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে চা-স্টল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের আড্ডায়। সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন দিনমজুর, কৃষক ও নিম্ন আয়ের মানুষরা। প্রতিদিনের ক্লান্তি দূর করতে এক কাপ চা, সেটাই এখন তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। যুদ্ধের দূরবর্তী প্রভাব যেন সরাসরি এসে আঘাত করছে তাদের দৈনন্দিন জীবনে।
এলাকার সচেতন নাগরিকদের দাবি, প্রশাসন যেন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে চায়ের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে। কিন্তু অভিযোগ, মহকুমা প্রশাসন থেকে শুরু করে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককেউই এখনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। পূর্ব ও পশ্চিম বামুটিয়া পঞ্চায়েতের প্রধানদের বিরুদ্ধেও উঠেছে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, যখন পঞ্চায়েত থেকেই ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স দেওয়া হয়, তখন এই ধরনের অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা কেন নীরব? যুদ্ধের আবহে বিশ্ব যখন অস্থির, তখন সেই অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে স্থানীয় বাজারে এই ধরনের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের কষ্ট আরও বাড়িয়ে তুলছে। এখন দেখার, প্রশাসন কত দ্রুত এগিয়ে এসে এই সমস্যার সমাধান করে এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

থানসা স্লোগানের

● প্রথম পাতার পর
রাজত্ব কায়েম করতে চায়। মানুষ এখন সবই বুঝে গেছেন। এডিসিতে এতদিন ধরে শাসন কায়েম রেখেছে তিপ্রা মথা। শুধু লুট আর লুট। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লুট কায়েম করে রেখেছে। রাজ্য সরকার থেকে এক পয়সা দেওয়া হলে সেই অর্থ কিভাবে লুট করবে সেই আশায় বসে রয়েছে তারা। জনজাতিদের উন্নয়নের কথা ভাবে না তারা। কিভাবে শুধু নিজেদের পকেট ভারী করা যায় সেই চিন্তা তাদের। তারা বলেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সঙ্গে জোট না করে নির্বাচনে লড়াই করলে ফান্ড নাকি আসবে না। আর এখন তো বিজেপির সঙ্গে নেই। তবে সেই ফান্ড এখন কোথা থেকে আসছে? আমরা সব জানি যে কোথা থেকে ফান্ড আসছে। আমাদের কাছে সব খবর আছে।
সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এডিসির সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্নে সমস্ত জনজাতি অংশের মানুষকে বলতে হবে যে তারা যাতে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দেন। আর সকাল সকাল গিয়ে যাতে সবাই নিজেদের ভোট দিয়ে আসেন। কারণ মানুষ যাতে ভোট দিতে না পেরে সেজন্য নানা রকম পরিকল্পনা করা হচ্ছে। মনে রাখবেন যে ওদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আপনাদের পাশে সরকার রয়েছে, নির্বাচন কমিশন রয়েছে। তাই আপনারা নির্ভয়ে ভোট দেবেন। ঘুম থেকে উঠে সারাক্ষণ চিন্তা করেন যে কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়। কি বলছেন? বলছেন যে অমরপুর ও বিশ্রামগঞ্জে নাকি এডিসির জায়গা নিয়ে যাচ্ছে নগর পঞ্চায়েত। মানুষকে বোকা বানানোর জন্য এধরণের ভুল বার্তা দিচ্ছেন। তাই আমি সকলের উদ্দেশ্যে বলছি যে আমি যতক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আছি এবং আমাদের সরকার আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এডিসি থেকে একরত্তি জায়গাও সরবে না। শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এসব অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করে, গায়ের জোর দেখিয়ে রাজনীতি করা মানুষ সহ্য করবে না। সারা ভারতবর্ষে ২০/২১টি রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার চলছে। যারা অশান্তি করে, গুন্ডামি করে তাদের কাউকে ছাড়া হবে না। আইন নিজের মতো কাজ করবে। গুন্ডামি করে রাজনীতি শেষ হয়ে গেছে এখন। ডাঃ সাহা বলেন, মানুষ এখন তিপ্রা মথার চালাকি ধরে ফেলেছে। এখন আবার গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের জিগির তুলেছে। কিন্তু গনতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলেন। গনতন্ত্র ছাড়া কিছু সম্ভব নয়। আরো বলা হয়েছে যে আমাদের রাজ্যে ট্রাইব্যাল (জনজাতি) মুখ্যমন্ত্রী হবেন। মুখ্যমন্ত্রী তো মুখ্যমন্ত্রীই হন। ত্রিপুরায় ট্রাইব্যাল মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এসসি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, মণিপুরী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু এডিসিতে যেভাবে লুটপাটের রাজত্ব আপনারা দেখিয়েছেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হলে ত্রিপুরাকে বিক্রি করেই বাইরে চলে যাবেন। কারণ আপনাদের সম্পর্কে মানুষ বুঝে গেছেন। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন, বিধায়ক সুশান্ত দেব, সিপাহীজলা জেলার সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত সহ ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

ক্রীড়াঙ্গন

স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের দাপুটে জয় : শচীন শর্মার শতরানে কুপোকাত জয়নগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে এক দাপুটে জয় তুলে নিল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। সোমবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে শচীন শর্মার অনবদ্য শতরানের ওপর ভর করে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবকে ৬৬ রানে পরাজিত করেছে তারা। এই জয়ের ফলে ৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এল স্ফুলিঙ্গ।

এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। নির্ধারিত ৫০ ওভারের ঠিক আগেই ৪৯.১ ওভারে ২৬০ রানে অল-আউট হয় তারা। দলের হয়ে একাই লড়াই চালান শচীন শর্মা। মাত্র ৯০ বলে ১১৪ রানের একটি ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি, যাতে ১০টি চার ও ৬টি ছক্কার মার ছিল। জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষে বল হাতে সফল ছিলেন বিক্রম দেবনাথ (৩/৪২) এবং সানি সিং (২/২০)।

২৬১ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তাড়া করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই চাপে পড়ে জয়নগর। দুর্লভ রায় (৬৫) এবং নিরুপম সেন (৪৪) চেষ্টা করলেও দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছাতে পারেননি। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে অজয় সরকার দুর্দান্ত বোলিং করে ৮.৫ ওভারে ৪০ রান দিয়ে ৪টি উইকেট দখল করেন। শেষ পর্যন্ত জয়নগরের ইনিংস ১৯৪ রানেই গুটিয়ে যায়।

এই জয়ের পর টুর্নামেন্টে ৯টি ম্যাচ খেলে ৪টিতে জয় পেল স্পুলিংগ ক্লাব। একটি ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় ২ পয়েন্ট পেয়েছিল তারা। বর্তমানে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে তারা তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব তাদের অসাধারণ জয়ের ধারা বজায় রাখলেও এই ম্যাচে হারের সম্মুখীন ছদ্রনত্ম হলো।

ম্যাচের সেরা: শচীন শর্মা (স্ফুলিঙ্গ ক্লাব)। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত এই টুর্নামেন্টে আগামী ম্যাচগুলোর ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। আজকের এই জয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে মানসিকভাবে অনেকটাই চাঙ্গা করে তুলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পয়েন্ট টেবিলের চিত্র:

সুপার ডিভিশন ক্রিকেট জমজমাট শতদলের বিজয় রথ থামালো ব্লাড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শতদলের বিজয় রথ থামিয়ে দিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। চার উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ব্লাড। এই জয়ের সুবাদে টুর্নামেন্টের অন্তিম পর্যায়ে বেশ জমে উঠেছে। শতদলের শীর্ষস্থান অটুট থাকলেও ব্লাড মাউথ ক্লাব যেন শতদলের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশনের রিটার্ন লীগের চতুর্থ রাউন্ডের খেলা। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৪২ ওভার ২ গোল খেলে ১৯৮ রানে ইনিংস শেষ করে। পালটা ব্যাট করতে নেমে প্লাজমাউথ ক্লাব ২৫ ওভার ২ বল খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের বিক্রম কুমার দাস দুর্দান্ত সেঞ্চুরি হাঁকায় ৭১ বল খেলে। ১৩ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার পাউন্ডারি মেরে ১০৬ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিশেষ ভূমিকার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। শতদলের পক্ষে রিমন সাহা ৪৭ রান এবং অহংকার যাদবের ৪৩ রান উল্লেখ করার মতো ছিল বোলিংয়ে শত দলের চিরঞ্জিত পাল ৪৯ রানের চারটি ব্লাড মাউথের সঙ্গে মজুমদার ৪০ রানে তিনটি এবং ১৮ সালের দুটি উইকেট পেয়েছেন।

সংহতিকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো হার্ভে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে হার্ভে ক্লাব। হারিয়েছে সংহতি ক্লাব কে দুই উইকেটের ব্যবধানে। টুর্নামেন্টে হার্ভে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। খেলা রাজ্য ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ফিরতি লিগের চতুর্থ রাউন্ডের। সকালে টিআইটি গ্রাউন্ডে শুরুতে সংহতি ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষ হবার ৩ বল বাকি থাকতে ২৩৪ রানে শেষ করে। দলের পক্ষে অভিষেক রোশন সর্বাধিক ৫৯ রান পায়। হার্ভের শুভজিৎ দাস ৪৩ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হার্ভে ক্লাব বিশেষ করে সাহিল, অর্কপ্রভ-র প্রশস্ত ব্যাটে ঠিক এক বল বাকি থাকতে আট উইকেট হারিয়ে জয় এর প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। সাহিল সুলতান ৫৮ রান এবং অর্ক প্রভু সিনহার ৫৫ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। সংহতি ক্লাবের প্রতীকুল সেন ২৬ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত অলরাউন্ডারের স্বীকৃতি হিসেবে সাহিল সুলতান পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ইতালির বিদায়ে কটূক্তির শিকার বাস্তোনি

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের প্লে-অফ ফাইনালে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে ইতালি। এই বিদায়ে টানা তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে দর্শক হয়ে থাকছে 'আজ্জুরি'রা। বসনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে শুরুতে এগিয়েই গিয়েছিল ইতালি।

তবে ম্যাচের দৃশ্যপট বদলে যায় ৪১ মিনিটে ডিফেন্ডার আলেসান্দ্রো বাস্তোনি লাল কার্ড দেখার পর। ১০ জনের দল নিয়ে ইতালি শেষ পর্যন্ত লিড ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। ম্যাচ চলে যায় টাইব্রেকারে, যেখানে ৪-১ গোলে জিতে বাজিমাত করে বসনিয়া।

ম্যাচের পর এই হারের জন্য ইতালিয়ান সমর্থকদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে বাস্তোনিকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কটূক্তি ও অপমানজনক আক্রমণের শিকার হন বাস্তোনি ও তাঁর স্ত্রী কামিলা ব্রেসিয়ানি। এমনকি একপর্যায়ে কমেন্ট বা মন্তব্যের অপশনও বন্ধ করে দিতে হয় তাঁদের।

যদিও এই লাল কার্ডটি দলকে রক্ষা করতে গিয়েই দেখেছেন বাস্তোনি। ম্যাচে পিছিয়ে পড়ার পর স্বাগতিকেরা তখন দ্রুত পাল্টা আক্রমণ গড়ে তোলে। তেমনই এক আক্রমণে আমার মেমিচ বল নিয়ে ইতালির বক্সের দিকে ছুটে যেতে শুরু করেন, তাঁর সামনে তখন শুধুই গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা।

এ পরিস্থিতিতে দলকে বাঁচাতে বক্সের বাইরে পেছন থেকে বাস্তোনি ট্যাকল করে ফেলে দেনে মেমিচকে। যার ফলাফলস্বরূপ রেফারি সরাসরি লাল কার্ড দেখান বাস্তোনিকে। তবে এই লাল কার্ড তাৎক্ষণিকভাবে দলকে গোল খাওয়া থেকে বাঁচালেও, ম্যাচে পিছিয়ে দিয়েছে ইতালিকে।

শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ১১ মিনিট বাকি থাকতে হারিস তাবাকোভিচ গোল করে সমতা ফেরান। এরপর টাইব্রেকারে দাপট দেখিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে বসনিয়া।

যার রেশেই মূলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোপের মুখে পড়তে হয় বাস্তোনি ও তাঁর স্ত্রীকে। ফলে বাধ্য হয়ে দুজনেরই নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টে মন্তব্য করার সুযোগ সীমিত করা হয়। এখন তাঁদের পোস্টে কেবল বন্ধু ও পরিবারের সদস্যরাই মন্তব্য করতে পারছেন।

ধোনি-কপিলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী যুবরাজ, কী এমন দোষ করলেন?

দুই বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির কাছে ক্ষমা চাইলেন যুবরাজ সিং। তাও আবার তাঁর বাবার বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য। এতে ভারতীয় ক্রিকেটে দীর্ঘদিনের বিতর্ক নয়া মোড় নিয়েছে। বহু বছর ধরে কপিল ও ধোনিকে নিশানা করে বিতর্কিত মন্তব্য করে আসছেন যোগরাজ। যা নিয়ে অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন যুবি।সম্প্রতি একটি পডকাস্টে যুবরাজকে বলতে শোনা যায়, "আমি কাপিল দেব এবং এমএস ধোনির কাছে ক্ষমা চাইতে চাই।" এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্রিকেটমহলে আলোড়ন পড়েছে। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যোগরাজ সিং বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে ধোনির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, যুবরাজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার হঠাৎ থেমে যাওয়ার নেপথ্যে ধোনির বড় ভূমিকা ছিল। যদিও এতদিন এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি যুবি। এবার প্রথমবার নিজ অবস্থান স্পষ্ট করলেন তিনি।পডকাস্টের তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, বাবার ইন্টারভিউ দেখলে কি খারাপ লাগে? যুবরাজ জানান, বাবার এমন মন্তব্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অস্বস্তি বোধ করেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি বাবাকে জানিয়েওছেন। "আমি বাবাকে বলেছি, এটা ঠিক নয়," বলেন প্রাক্তন বাঁহাতি তারকা। কেবল ধোনি নন, ৮৩ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কাপিল দেবও যোগরাজের সমালোচনার মুখে পড়েছেন। নিজের ক্রিকেটজীবনের শুরুতে দল থেকে বাদ পড়ার জন্য এখনও কাপিলকেই দায়ী করেন যোগরাজ। এমনকী তাঁর চাঞ্চল্যকর দাবি, একসময় নাকি পিস্তল নিয়ে কাপিল দেবের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কপিলের মা ছিল বলে বড়সড় কিছু হয়নি।তবে এই সমস্ত বিতর্কে বরাবরই সংযত থেকেছেন কাপিল দেব। একবার প্রতিক্রিয়ায় তিনি হালকা সুরে প্রশ্ন তুলেছিলেন, "যোগরাজ সিং কে?" তবুও এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক থামেনি।

অজুহাত দিচ্ছি না বলেও সেই ইডেনের পিচকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন রাহানে, সোমবারের ম্যাচে বড় বদলের ইঙ্গিত

শিরোনামে আবার ইডেনের উইকেট। গত বারের আইপিএলে ইডেনের পিচ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন অজিঙ্ক রাহানে। এ বারও প্রথম ম্যাচে হারের পরেই পিচের প্রসঙ্গ তুললেন কেকেআর অধিনায়ক। তাঁর মতে, কেকেআরের ব্যাটিংয়ের সময় কিছুটা কঠিন হয়ে গিয়েছিল পিচ। অজুহাত দিচ্ছি না বলেও সেই অজুহাতই দিলেন তিনি।

যে পিচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ হাসতে হাসতে ২২৬ রান করল, সেই পিচেই ১৬.১ ওভারে ১৬১ রানে অল আউট হয়ে গেল কেকেআর। রাহানে নিজে ১০ বলে ৮ রান করেন। তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ব্যাটে-বলে হচ্ছে না। খেলা শেষে রাহানেকে পিচ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। পিচে অতিরিক্ত ঘাস থাকায় কি খেলতে সমস্যা হচ্ছিল তাঁদের? জবাবে রাহানে বলেন, "আমরা মনে হয়েছে, দ্বিতীয় ইনিংসে বল পিচে পড়ে একটু থামছিল। প্রথম ইনিংসের তুলনায় দ্বিতীয় ইনিংসে মন্থর বল খেলা বেশ কঠিন হচ্ছিল। আমরা সেটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করা সহজ হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং কঠিন হয়ে পড়ল। তবে অজুহাত দিচ্ছি না।" অজুহাত দিচ্ছি না বলে তো অজুহাতই দিলেন কেকেআর অধিনায়ক।

পিচের প্রসঙ্গে অবশ্য রাহানে পাশে পেয়েছেন প্রতিপক্ষ অধিনায়ক ঈশান কিশনকে। ঈশানও জানিয়েছেন, পিচ খুব ভাল ছিল না। কিন্তু অভিষেক শর্মা ও ট্রেভিস হেড খুব ভাল শুরু দিয়েছেন। তার ফলেই তাঁরা বড় রান করতে পেরেছেন। ম্যাচে ৩ উইকেট নেওয়া জয়দেব উনাদকাটও জানিয়েছেন, ব্যাটারেরা তাঁদের বলছিলেন, পিচে দু'রকমের গতি রয়েছে। কোনও বল ব্যাটে ভাল আসছে। কোনও বল থামছে। তাই বল করার সময় গতির হেরফের করেছেন তাঁরা। তাতে সফল হয়েছেন।

পর পর দু'ম্যাচে বোলারেরা ২০০ রানের বেশি দিলেও হারের দায় ব্যাটারদের উপরেই চাপিয়েছেন রাহানে। তিনি বলেন, "বোলারেরা খেলায় ফিরিয়েছিল। রান তাড়া করার সময় তিন-চারটে জুটি হলে ছবিটা অন্য রকম হত। আমরা শুরুটা ভাল করেছিলাম। পাওয়ার প্লে-তে ৭৮ রান ছিল। কিন্তু মাঝের ওভারে পর পর উইকেট হারালাম। হায়দরাবাদের বোলারেরাও ভাল বল করেছে। গতির হেরফের করেছে। আমরা ভাল ব্যাট করতে পারিনি। তবে একটা ম্যাচে সেটা হতেই পারে। ব্যাট করার সময় আরও ইতিবাচক থাকতে হবে। আরও দায়িত্ব নিতে হবে ব্যাটারদের।"

দু'ম্যাচ হারার পরেই দলে বড় বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন রাহানে। তাঁর মতে, সেরা একাদশ বাছতে আরও ভাবনা-চিন্তা করতে হবে তাঁদের। রাহানে বলেন, "আমাদের বসে ভাবতে হবে সেরা একাদশ কী হবে। যদি একজন অতিরিক্ত ব্যাটার খেলানো যায়, তা হলে বোলিং আক্রমণে কী বদল করতে হবে, সেটাও ভাবতে হবে। দলে বদল হতে পারে। তবে এখনও ৩-৪ দিন আছে। তাই এখনই খুব বেশি ভাবছি না।" সোমবার ইডেনেই পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে কেকেআর। সেই ম্যাচে তাদের প্রথম একাদশ কী থাকে সেটাই দেখার।পাঞ্জাবকে ১৬৩ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল গুজরাট। শুরুটা ভালো হলেও গিলের নেতৃত্বে বহু সমস্যা চোখে পড়ে। বিশেষ করে গত মরশুমের গোলাপি টুপি জয়ী প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকে অনেক দেরিতে আক্রমণে আনা নিয়ে সরব হন চোপড়া। তিনি বলেন, "এটা কেমন অধিনায়কত্ব? প্যারো ভুলেভরা! প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকে দিয়ে তো বলই করানো হচ্ছিল না। ১২ ওভার হয়ে যাওয়ার পর, যখন ম্যাচ প্রায় হাতছাড়া, তখন ওকে আনা হল। পরে তিন ওভারে তিন উইকেট নিলেও তাতে কী লাভ হল?"

১৩তম ওভারে বল হাতে নিয়ে প্রসিদ্ধ প্রথম বলেই আউট করেন শ্রেয়স আইয়ারকে। এরপর শশাঙ্ক সিং ও মার্কাস স্টয়নিসকে ফিরিয়ে ম্যাচে গুজরাটকে ম্যাচে ফেরান। ১১০/২ থেকে ১১৮/৬ — এই ধস সাময়িকভাবে চাপে ফেলে পাঞ্জাবকে। অন্যদিকে, গুজরাটের দল নির্বাচন নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। প্রসিদ্ধকে প্রথম একাদশে না রেখে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার তালিকায় রাখার সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন তিনি। "ওকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের তালিকায় রাখা হল কেন? যদি শুরুতেই ব্যাটিং ধসে পড়ত আর অন্য কাউকে নামাতে হত, তাহলে প্রসিদ্ধকে তো পাওয়া যেত না। এই পরিকল্পনা বোঝা কঠিন।" মন্তব্য আকাশ চোপড়ার।

একইসঙ্গে মহম্মদ সিরাজকে ৪ ওভার বল না করানো নিয়েও ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। "সিরাজের দু'ওভার বাকি ছিল। আশোক শর্মার উপর ভরসা রেখেছে ঠিক আছে। কিন্তু সিরাজকে কেন ব্যবহার করা হল না? গিলের অধিনায়কত্বে অনেক কিছুই অস্পষ্ট," বলেন চোপড়া। উল্লেখ্য, দেরিতে ঘুরে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নেয় পাঞ্জাব কিংস। এই হারে গুজরাত টাইটান্সের নেট রানরেট নেমে -০.৫০৯। যা মরশুমের শুরুতেই গিল-ব্রিগেডের জন্য চিন্তার কারণ।শুভমন গিলের গুজরাত টাইটান্সকে হারানোর কৃতিত্ব ২২ বছরের সতীর্থকে দিলেন পঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। মেনে নিলেন চাপের মুখ থেকে কুপার কনোলির ইনিংসই তাঁদের উদ্ধার করেছে। দলকে জয় এনে দিতে পেরে খুশি অস্ট্রেলীয় ব্যাটারও।

ব্যাট করার সময় ডান হাতে চোট পেয়েছেন শ্রেয়স। ম্যাচের পর জানালেন গুরুতর কিছু নয়। চোট নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন নন। শ্রেয়সের লক্ষ্য জয়ের ছন্দ ধরে রাখা। শুভমনদের বিরুদ্ধে জয়ের কৃতিত্ব কনোলিকে দিয়ে তিনি বলেছেন, "কনোলি দুর্দান্ত ব্যাট করল। কয়েকটা শট তো অসাধারণ। বিশেষ করে রশিদ খানকে যে ছয়টা মারল। ও কিন্তু আগে রশিদের বল কখনও খেলেনি।" দলের চাপে পড়ে যাওয়া নিয়ে বলেন, "হাতে বরফ দিচ্ছিলাম। ম্যাচের দিকে নজর ছিল না। সে সময়ই পর পর দুটো উইকেট পড়ে গিয়ে চাপ তৈরি হয়। আইপিএলে এমন হয়েই থাকে।এই পরিস্থিতিতেও কনোলি মাথা ঠান্ডা রেখে ম্যাচটা বের করে আনল। আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত লড়াই করা। সে ভাবেই জয় এসেছে।"

গুজরাতকে কম রানে আটকে রাখা নিয়ে শ্রেয়স বলেছেন, "অর্শদীপ সিংহ প্রথম ওভার করে এসে বলল, উইকেট মন্থর। বল পড়ে থামকে যাচ্ছে। ওর কথা শুনে আমরা ঠিক করি, যতটা সম্ভব কম গতিতে বল করব। বলটাকে তাড়াতাড়ি পুরনো করার চেষ্টা করেছি আমরা। বিজয় কুমার বৈশাখের কথাও বলব। গত বছর ফাইনালে দারুণ পারফর্ম করেছিল। এ বার যেন সেখান থেকেই শুরু করল। বৈশাখ বড় ম্যাচের খেলোয়াড়। ওর উপর আমাদের আস্থা রয়েছে।"

মুস্তাফিজুরের খেলতে না পারা নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল ভারতীয় বোর্ড, বিপাকে পড়া কেকেআরের পাশে আইপিএল চেয়ারম্যান ধুমল

একাধিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদের জেরে আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। বাংলাদেশের জোরে বোলারকে ছেঁটে ফেলতে হওয়ায় ধাক্কা খেলেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। শাহরুখ খানের দলের বোলিং আক্রমণ আইপিএল শুরুর অনেক আগেই ঘেঁটে যায়। তা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল।

মুস্তাফিজুরের খেলতে না পারা নিয়ে সাবধানি মন্তব্য করেছেন ধুমল। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, "আমি শুধু বলব, এটা দুর্ভাগ্যজনক। এর বাইরে আমার কিছু জানা নেই। মাঝে মাঝে কিছু ঘটনা এমন ভাবে ঘটে, যেগুলো দুর্ভাগ্যজনক। আমার মনে হয় না প্রতিদিনের ক্রিকেট পরিচালনায় সরকারের কোনও বক্তব্য বা ভূমিকা রয়েছে। সরকার সার্বিক ভাবে ক্রিকেটের সমর্থক।" ধুমল আরও বলেছেন, "কখনও কখনও আমাদের চারপাশে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আশা করব, সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না।"

দলের অন্যতম দুই প্রধান জোরে বোলার হর্ষিত রানা এবং মাথিশা পাথিরানাকে পাচ্ছে না কেকেআর। আর নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ টাকা দিয়ে কিনেও মুস্তাফিজুরকে আইপিএলে খেলাতে পারছে না কেকেআর। অথচ তিনি ফিট। আইপিএল শুরুর আগেই সমস্যায় পড়ে যান অজিঙ্ক রাহানেরা। কিছু সংগঠনের দাবি মেনে বাংলাদেশের বোলারকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে এত দিন চুপ ছিলেন বিসিসিআইয়ের কর্তারা। অবশেষে মুখ খুললেন ধুমল।

মুস্তাফিজুরকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার প্রভাব পড়েছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও। ভারতের মাটিতে খেলতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ। ওই ঘটনার পর ভারতের মাটিতে লিটন দাসদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বাংলাদেশের তৎকালীন তদারকি সরকার। জয় শাহের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কর্তারা নানা ভাবে বুঝিয়েও রাজি করাতে পারেননি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কর্তাদের। শেষপর্যন্ত বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে আয়োজিত হয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

আরও বড় হচ্ছে আইপিএল! ৭৪ ম্যাচের বদলে ৯৪ ম্যাচের ভাবনা, ১০ দল বেড়ে ১২, কোপ পড়বে দেশের খেলায়

চলতি আইপিএলের মাঝেই ভবিষ্যতের ভাবনা শুরু করে দিয়েছে গভর্নিং কাউন্সিল। আইপিএল আরও বড় করার ভাবনা নিয়েছে তারা। এ বার সব মিলিয়ে ৭৪টি ম্যাচ রয়েছে। এর পর তা বাড়িয়ে ৯৪ ম্যাচ করার ভাবনা নিয়েছে আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিল। বাড়তে পারে দলের সংখ্যাও।

আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধূমল এই খবর দিয়েছেন। 'ফিনান্সিয়াল টাইমস'-কে তিনি জানিয়েছেন, আইপিএলের জন্য আরও বেশি দিন রাখার চেষ্টা করছেন তাঁরা। ধূমল বলেন, "এখন মার্চের মাঝামাঝি থেকে মে-র শেষ পর্যন্ত সময় আছে। জুন মাস এলেই দক্ষিণ ভারতে বর্ষা চলে আসে। তাই পরে সময় বাড়ানোর সুযোগ কম। তাই আমাদের ভাবতে হচ্ছে।" আপাতত ২০২৭ সাল পর্যন্ত আইপিএল বড় হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ধূমল বলেন, "৭৪ ম্যাচ বাড়িয়ে ৯৪ ম্যাচ করতে হলে আমাদের আরও ডবল-হেডার (দিনে দু'টি করে ম্যাচ) বাড়াতে হবে। তাতে সম্প্রচারকারীদের সমস্যা হতে পারে। ওদের কথাটাও তো ভাবতে হবে। তাই এ বারও আমরা ৭৪ ম্যাচই রেখেছি।"

ধূমল জানিয়েছেন, আইপিএল বড় করার জন্য কোপ পড়বে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে। তিনি বলেন, "২০২৭ সাল থেকে নতুন পর্যায় শুরু হলে আমরা বুঝতে পারব কতগুলো দ্বিপাক্ষিক সিরিজ কমাতে পারব। তা হলে কিছুটা জায়গা পাওয়া যাবে। এখনই দলের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না। তবে দলের সংখ্যা ভবিষ্যতে বাড়তে পারে। এখন সব দল সব দলের বিরুদ্ধে দুটো করে ম্যাচ খেলে না। প্রতিটা দল হোম-অ্যাওয়ে ভিত্তিতে খেললেই ম্যাচের সংখ্যা বাড়বে।"

এখন বিশ্ব জুড়ে টি-টোয়েন্টি লিগের রমরমা। ধূমল জানিয়েছেন, অনেক দেশই দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। কারণ, টি-টোয়েন্টি লিগের আর্থিক দিকটাও রয়েছে। ধূমল বলেন, "অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সব দেশেই লিগ হচ্ছে। অনেক দেশ দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। তাতে তারাও সময় পাচ্ছে। আমরাও আলোচনা করছি। দেখা যাক, কী হয়।"

২০২৭ সাল পর্যন্ত সূচি তৈরি রেখেছে আইসিসি। পরবর্তী সূচি তৈরির আগে তাঁরা বিশ্বক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন ধূমল। আইপিএলের চেয়ারম্যান বলেন, "আমরা আলোচনা করব। কারণ, আইপিএলের প্রভাব শুধু ভারতীয় ক্রিকেটে নয়, গোটা বিশ্বের ক্রিকেটে পড়ছে। ক্রিকেটের ছবিটাই বদলে গিয়েছে। তাই এই লিগ আরও বড় করার প্রয়োজন পড়েছে। আমরা সেই বিষয়েই ভাবছি।"

শামি ভারতীয় দলে ফিরবেনই, আইপিএলে দিল্লি ম্যাচে বাংলার পেসারকে দেখে জানিয়ে দিলেন প্রাক্তন সতীর্থ

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে প্রথম বলেই উইকেট নিয়েছেন মহম্মদ শামি। আউট হয়েছেন লোকেশ রাহুল। শামির বোলিং বুঝিয়ে দিয়েছে, ফিরতে কতটা মরিয়া তিনি। শামিকে নিয়ে আশাবাদী তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ চেতেশ্বর পুজারা। তাঁর মতে, শামি জাতীয় দলে ফিরবেন। আর সেই প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ হয়ে উঠবে এ বারের আইপিএল। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে শামির প্রসঙ্গে পুজারা বলেন, "শামির জন্য এ বারের আইপিএল খুব গুরুত্বপূর্ণ। ও যে ভাবে দিল্লির বিরুদ্ধে শুরুটা করেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, জাতীয় দলে ফিরতে ও মুখিয়ে আছে।"

পরিসংখ্যান দেখে বুধবার শামির বোলিং বিশ্লেষণ করা যাবে না বলে মনে করেন পুজারা। তাঁর কথায়, "হ্যাঁ, ও ২৮ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছে। কিন্তু এই পরিসংখ্যান অনেক কিছু বলে না। লখনউকে ভাল জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল ও। রাহুলকে আউট করতে না পারলে অনেক আগে খেলা শেষ হয়ে যেত। ও দিল্লিকে প্রথম ধাক্কা দিয়েছে।"

চোট সারিয়ে ফেরার পর থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটে তিন ফরম্যাটেই উইকেট নিয়েছেন শামি। বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি ছন্দে রয়েছেন। সেই কথা শোনা গিয়েছে পুজারার মুখেও। তিনি বলেন, "শামি গত এক বছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে তিন ফরম্যাটেই খেলেছে। ভাল বল করেছে। সেই ছন্দ আইপিএলেও ধরে রেখেছে ও। দিল্লি ম্যাচ তো সবে শুরু। শামি ভারতীয় দলে ফিরবে। আর তার মঞ্চ হয়ে উঠবে আইপিএল।"

বুধবার শামির প্রথম বল খেলতে গিয়ে ডিপ কভারে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন রাহুল। শামির উল্লাস বুঝিয়ে দিচ্ছিল, এই উইকেটের গুরুত্ব কতটা। তার পরে অবশ্য আর উইকেট পাননি শামি। তবে পেতে পারতেন। তাঁর বল খেলতে সমস্যা হয়েছে দিল্লির ব্যাটারদের। চার ওভারে ২৮ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছেন বাংলার পেসার। উইকেট মাত্র একটি হলেও শামির বলে দেখা গিয়েছে সেই পুরনো ঝলক। সেই একই রকম সিম পজিশন। পিচে বল পড়ে দু'দিকে সুইং করেছে। ১০ কোটি টাকা দিয়ে শামিকে কেন নিয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টস, তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন তিনি। শামির পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

এলপিজি নিয়ে ভুয়ো তথ্য রুখতে রাজ্যগুলিকে জনসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : এলপিজি ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রাপ্যতা নিয়ে ছড়িয়ে পড়া ভুয়ো তথ্য ও গুজব রুখতে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে জনসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দিল পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক।

২ এপ্রিল পাঠানো এক চিঠিতে মন্ত্রকের সচিব ড. নীরজ মিত্তল সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবদের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি প্রতিদিন উচ্চপর্যায়ে প্রেস ব্রিফিং করার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রচারের ওপর জোর দেন, যাতে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করা যায় এবং গুজব প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২৭ মার্চ পাঠানো আগের এক বার্তাতেও পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজির প্রাপ্যতা ও মূল্য নিয়ে ভুয়ো খবর রুখতে নিয়মিত জনসংযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল। তবুও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গুজব ছড়িয়ে পড়ায় অযথা মজুত করার প্রবণতা বাড়ছে, যা সরবরাহ ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে মাত্র ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়মিত বা আংশিকভাবে প্রেস ব্রিফিং বা বিজ্ঞপ্তি জারি করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিহার, গুজরাট, কেরল, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু সহ আরও কয়েকটি রাজ্য। কেন্দ্র স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে দ্রুত ও ধারাবাহিকভাবে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি এলপিজি ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটায় কিছু এলাকায় সাময়িক প্রভাব পড়েছে। যদিও কেন্দ্র সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভুয়ো খবর পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দ্রুত, নিয়মিত এবং বাস্তবসম্মত তথ্য সরবরাহই এই পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রধান উপায়। নতুন নির্দেশে স্পষ্ট করা হয়েছে, যারা এখনও নিয়মিত ব্রিফিং করছে না, তাদের অবিলম্বে কার্যকর জনসংযোগ ব্যবস্থা চালু করতে হবে, নইলে ভুয়ো তথ্যের প্রভাব আরও বাড়তে পারে।

ধর্মনগরে উপনির্বাচন ঘিরে ভোটকর্মীদের ভোটগ্রহণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ এপ্রিল: ৫৬ ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্মনগরে শুরু হয়েছে ভোটকর্মীদের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। শুক্রবার শহরের বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনের হলঘরে এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

উপনির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আরক্ষা দপ্তরের কর্মীসহ অন্যান্য ভোটকর্মীরা এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন। রিটার্নিং অফিসার দেবযানী চৌধুরী জানান, মোট ১৫৯ জন ভোটার ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে এই ভোটগ্রহণ, যা ৩ ও ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ভোটকর্মী উৎসাহ ও আনন্দঘন পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করছেন।

সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে উপনির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা।

ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে রক্তদান শিবির, উপস্থিত মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল: ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে শুক্রবার এক মহতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার, মেয়র-ইন-কাউন্সিলর তুষার ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সরকারি কর্মচারীরা শুধুমাত্র সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নেই নয়, সামাজিক দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এই রক্তদান শিবির তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়র আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যে উপ-নির্বাচন ও এডিসি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলায় অধিকাংশ মানুষ নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। ফলে রক্তদান শিবিরের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে গেছে। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবির রক্তের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

টিবি রোগীদের পাশে নেপকো: পশ্চিম ত্রিপুরায় পুষ্টি সহায়তা

২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তদের পুষ্টি সহায়তায় প্রদান করে নেপকো সামাজিক দায়বদ্ধতার উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে নেপকো জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষর করে, যার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী টি বি মুক্ত ভারত অভিযান'র অধীনে ছয় মাসে ২০০ জন টিবি রোগীকে পুষ্টি সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়।

এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ২৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে, তৎকালীন ত্রিপুরার রাজ্যপাল জ্জদ্রত্বন্খ ছত্রদ্রখ উত্রত্মত্মা গুখননন্ড-এর হাত ধরে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে Rotary Club of Agartala, যারা টিবি রোগীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ নিশ্চিত করে।

গত ছয় মাসে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোট ১,২০০টি ফুড বাস্কেট বিতরণ করা হয়েছে।

২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে নেপকোর আগরতলা গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (AgGBPS)-এর উদ্যোগে আরও একটি ফুড বাস্কেট বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। জিরানিয়ার বিভিন্ন এলাকায় এনএইচএম এবং রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার সহযোগিতায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।আজকের কর্মসূচিতে পাঁচটি স্থানে মোট ২০০টি ফুড বাস্কেট বিতরণ করা হয়।

এডিসি নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হবে বিজেপি: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩ এপ্রিল: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে ত্রিপুরা জনজাতি অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচন নিছক একটি নির্বাচন নয়, বরং একটি ইতিহাস তৈরি করার দিন। কারণ এই নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে প্রতিটি আসনে জয়লাভ করবে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই দল জনজাতি জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ কাঠালিয়া-মির্জা-রাজাপুর আসনের নির্বাচনী জনসভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তিপ্রা মথার ৫০০ জনেরও অধিক ভোটারকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানান, যার মধ্যে রয়েছেন ২০২৩ সালে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিপ্রা মথা পার্টির প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া, যিনি আজ ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন।

পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পরিস্থিতিতে বিজেপি ইতিহাস তৈরি করছে। টিটিএএডিসিতে, সিপিএম এবং আঞ্চলিক দলগুলি শাসন করেছে, কিন্তু মানুষ কিছুই পায়নি। এখন বিজেপি, এমন একটি পার্টি যারা ২৮টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। আমি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি সকাল সকাল গিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়ে আসুন এবং জয়যুক্ত করুন। বিজেপি সরকার রাজ্যে গঠন হওয়ার পরে ৮ জন জনজাতি ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী সম্মান দিয়েছে। যেটা আমরা এরআগে কখনো দেখি নি। আমরা সমাজপতিদের সামাজিক পেনশনও বাড়িয়েছি। আমরা জানি কিভাবে জনজাতিদের যথাযথ সম্মান দিতে হয়। আমাদের সরকার জনজাতি জনগণের কল্যাণমূলক স্কিমগুলি যথাযথভাবে রূপায়ণ করার জন্য জেলা এবং মহকুমা স্তরে আধিকারিক নিয়োগের ব্যবস্থা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, সিপিএম দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য শাসন করেছে, কিন্তু তারা ব্রু জনগণের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, যা বিজেপি সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমাধান হয়েছে। এখন আমাদের সরকারের কারণে সন্ত্রাসবাদ কোথাও নেই, যেহেতু তারা সবাই মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। আমরা তাঁতিদের সুতো বিতরণ করছি। আমরা আমাদের বিখ্যাত এসডি বর্মনের একটি মূর্তিও স্থাপন করেছি, বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে এমবিবি বিমানবন্দর রেখেছি এবং তাঁর মর্মর মূর্তি স্থাপন করেছি। আমরা জানি কীভাবে সম্মান দিতে হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার এডিসিতে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রচুর তহবিল বরাদ্দ করেছিল। আমরা এডিসি এলাকায় দুটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। খুমুলংয়ে একটি নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। আমরা জনজাতি এলাকায় ২১টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল (ইএমআরএস) স্থাপন করছি। আমরা জনজাতিদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এই এডিসি নির্বাচন শুধু নিছক একটি নির্বাচন নয়, বরং একটি ইতিহাস তৈরি করার দিন, কারণ বিজেপি বিপুল ব্যবধানে প্রতিটি আসনে জয়ী হবে, যা জনজাতি অংশের মানুষ বুঝতে পারছেন।

গভীররাতে গাঁজা সহ আগরতলা রেলস্টেশনে গ্রেপ্তার দুই

আগরতলা, ৩ এপ্রিল: বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গাঁজা সহ আগরতলা রেল স্টেশনে আটক করা হয় দুই যুবককে। তাদের গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল রাত প্রায় ১১ টা নাগাদ দুই যুবককে রেল স্টেশনে ঘুরাঘুরি করতে দেখে রেল পুলিশের সন্দেহ হয়। সন্দেহবশত তাদের আটক করে তল্লাশি চালাতে তাদের কাছ থেকে দুটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। দুটি ব্যাগেই প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। দুটি ব্যাগ থেকে ৬ কেজি৭৭০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গাঁজাগুলির বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। তারা হল - সমরজিৎ দেববর্মা, বাড়ি - সিধাই মোহনপুর, অপরজন প্রল্লাদ চৌহান, বাড়ি - আসাম। পুলিশ জানিয়েছে আগরতলা - নারঙ্গি এক্সপ্রেসে এই গাঁজাগুলি বহি:রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার আগেই তাদের আটক করে রেল পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ফের সরব সিপিআই(এম), নির্বাচন কমিশনের কাছে পদক্ষেপের দাবি

আগরতলা, ৩ এপ্রিল: রাজ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে আবারও সরব হল সিপিআই(এম)। দলের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী (জিতানা চৌধুরী) নির্বাচন কমিশনের কাছে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ৩০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে দেওয়া ব্যাখ্যায় স্বীকার করা হয়েছে যে এমসিসি জারি থাকা অবস্থাতেই প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্প-এর ভর্তুকির টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, ওই ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে উপভোক্তাদের নাম তিন বছর আগে নির্ধারিত হয়েছিল এবং নির্বাচন কমিশনের ২ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের নির্দেশিকার একটি ধারা উল্লেখ করে এই অর্থ বিতরণকে বৈধ বলা হয়েছে।

তবে এই ব্যাখ্যাকে 'লেম এক্সকিউজ' বা অজুহাত হিসেবে আখ্যা দিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, কোনো প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচন করার পর তিন বছর ধরে তা কার্যকর না করে হঠাৎ নির্বাচনের সময়ে অর্থ বিতরণ করা সম্পূর্ণভাবে আচরণবিধির চেতনাকে লঙ্ঘন করে। তাঁর অভিযোগ, এটি শাসকদলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নেওয়া পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত। তিনি আরও জানান, নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করতে বিরত থেকেছে, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। এই প্রেক্ষিতে, সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক দাবি করেছেন যে, এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং এমসিসি লঙ্ঘনের অভিযোগটি গুরুত্ব সহকারে পুনর্বিবেচনা করা হোক।

গাবর্দী বাজারে নির্বাচনী সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩ এপ্রিল: অস্থিরতা সৃষ্টি করাই মথার মূল লক্ষ্য। গন্ডগোল করলে কাউকে ছাড়া হবে না। শান্তির জন্য যেখানে প্রয়োজন আইনের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ করা হবে।

গাবর্দী বাজারে ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী সমাবেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তিনি বলেন, মানুষকে টুপি পড়িয়ে রাজনীতি করতে চায় মথা, কিন্তু জনগণ সব বুঝতে পারছেন। এবারের নির্বাচন এডিসির ভবিষ্যত নির্মাণের নির্বাচন। তাই সকলকে নির্ভয়ে ভোট দেবার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি আরো বলেন, অধিকার ও ভবিষ্যৎ নিরাপদ রাখতে এডিসিতে একমাত্র ভরসা ভারতীয় জনতা পার্টি। বর্তমান শাসক মথার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি জনগণ বুঝতে পেরেছেন। তাই দিকে দিকে এখন বিজেপি পরিবারে সামিল হচ্ছেন জনজাতিরা।

এই ধারাবাহিকতায় আজ পেকুয়াজলা- জন্মেজয়নগর কেন্দ্রেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

রামচন্দ্রঘাটে সিপিআইএমের বাজার সভা, প্রার্থী সমরেশ দেববর্মার প্রচার জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,৩ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে খোয়াই জেলার ১২ রামচন্দ্রঘাট এডিসি কেন্দ্রের অন্তর্গত হাতকাটা বাজার এলাকায় সিপিআইএমের উদ্যোগে এক বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার মাধ্যমে দলীয় প্রার্থী সমরেশ দেববর্মার সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার জোরদার করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী সমরেশ দেববর্মা, সিপিআইএম খোয়াই জেলা কমিটির সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা, প্রাক্তন এডিসি চেয়ারম্যান ও বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা ডঃ রঞ্জিত দেববর্মা, সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য পলাশ ভৌমিক, নন্দলাল গোপসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রার্থী সমরেশ দেববর্মা আসন্ন এডিসি নির্বাচনে সিপিআইএমের অবস্থান ও দলীয় কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি এলাকার উন্নয়ন ও জনস্বার্থে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে সভায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেননি। এই বিষয়টি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিভিন্ন আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এবারের এডিসি নির্বাচনে সিপিআইএম কৌশলগতভাবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করছে।

এলসিবি ড্রাইভারদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বৈঠক, প্রয়োজনীয় সুবিধা বাড়ানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল: ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস মজদুর সংঘ এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও সমস্যা নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন সংগঠনের ব্রাঞ্চ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই বৈঠকে এলসিবি ড্রাইভারদের নানা সমস্যার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত সদস্যরা এলসিবি ড্রাইভারদের কর্মক্ষেত্রে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিনয় মল্লিক সাংবাদিকদের জানান, অন্যান্য দপ্তরে গাড়িচালকদের জন্য আলাদা বিশ্রামকক্ষ, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং শৌচাগারের মতো প্রয়োজনীয় সুবিধা থাকলেও এলসিবি ড্রাইভারদের জন্য এসবের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।

তিনি আরও বলেন, এলসিবি ড্রাইভারদের জন্য এই মৌলিক সুযোগ-সুবিধাগুলি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বৈঠকে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং শীঘ্রই বিষয়গুলি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও কর্মপরিবেশের উন্নতির লক্ষ্যে তারা ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে যাবে।

মালবাহী ট্রাক ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই যুবক

শান্তিরবাজার, ৩ এপ্রিল: শুক্রবার দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার রাজাপুর এলাকায় একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন দুই যুবক। জানা যায়, এনএল ০১ এসি ৪৩২৮ নম্বরের একটি ১৬ চাকার মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে টিআর ০৮ জি ৬৫০১ নম্বরের একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।

দুর্ঘটনার জেরে বাইক চালকসহ বাইকে থাকা অপর এক আরোহী রাস্তায় পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়ে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন।

আহতদের পরিচয় পাওয়া গেছে, তারা হলেন, বিলোনিয়ার বাসিন্দা মনোজয় বৈদ্য (২১), যিনি বাইকটি চালাচ্ছিলেন, এবং শুভ্রজিৎ দেবনাথ (১৮)।

ধর্মনগরে বিজেপির শক্তি প্রদর্শন বিরোধীদের নিশানায় রেখে জয়ের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ এপ্রিল: আসন্ন ৫৬ নম্বর ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। শুক্রবার নয়াপাড়া মোটর স্ট্যান্ডে বিজেপির ডাকে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়, যা নির্বাচনের আগেই এলাকার রাজনৈতিক উত্তাপকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। পাশাপাশি মঞ্চে ছিলেন দলের প্রার্থী জহর চক্রবর্তীসহ উত্তর জেলার একাধিক নেতৃত্ব। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজীব ভট্টাচার্য সরাসরি সিপিআইএম ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও তারা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর বিপরীতে বিজেপি সরকার উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছে বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ধর্মনগরের উন্নয়ন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে বিজেপির প্রার্থী জহর চক্রবর্তীকে আগামী ৯ এপ্রিলের উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করা প্রয়োজন। সভা থেকে উপস্থিত ভোটারদের প্রতি সেই আহ্বানই জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়।

জনসভা শেষে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। বিজেপি নেতৃত্বের মতে, এই জনসমর্থনই উপনির্বাচনে তাদের পক্ষে ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে সাব্রুমে বিজেপির জনসংযোগ অভিযান

আগরতলা, ৩ এপ্রিল: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরার ৪০ সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২৭ পূর্ব মুহুরীপুর-ভুরাতলী এডিসি কেন্দ্র এলাকায় জোরদার জনসংযোগ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিজেপি।

বিজেপি মনোনীত প্রার্থী অভিজিৎ ত্রিপুরার সমর্থনে রতনমনি এডিসি ভিলেজ এলাকায় আয়োজিত জনসংযোগ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন দক্ষিণ জেলার জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত, ৪০ সাব্রুম মণ্ডলের সম্পাদক অপু রাহা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে দলের প্রার্থীকে সমর্থন জানানোর আহ্বান জানানো হয়। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, এলাকার উন্নয়নের ধারাকে আরও গতিশীল করতে এবং সামগ্রিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সকলের সহযোগিতা ও সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজন।

তিনি আরও জানান, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়ায় বিজেপির প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ এপ্রিল: রাজ্যে আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত করতে একাধিক প্রস্তুতি বৈঠক ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

এই আবহেই শুক্রবার তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমার একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়।তাঁর নেতৃত্বে মান্দাই-পুলিনপুর কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রাজেশ দেববর্মা এবং মহারানী কেন্দ্রের প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে বিস্তারিত সাংগঠনিক আলোচনা করা হয়। আসন্ন ১২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে বুথভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, প্রচার কৌশল এবং মাঠপর্যায়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকায় ভোটারদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়।

বৈঠকে দুই কেন্দ্রের জনজাতি কর্মী-সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যা কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব যোগ করে। পাশাপাশি নির্বাচনী কৌশল চূড়ান্ত করার পাশাপাশি কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান নেতৃত্ব। দলীয় মহলের দাবি, আসন্ন নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে এ ধরনের ধারাবাহিক কর্মসূচি সংগঠনের ভিতকে আরও মজবুত করবে এবং তৃণমূল স্তরে দলের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাবে।

সাংবাদিকের উপর হামলার নিন্দা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি টিডব্লিউজেএএর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩ এপ্রিল: বক্সনগরে কর্মরত সাংবাদিক প্রভাত ঘোষের উপর গাঁজা পাচারকারীর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন।অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে সংগঠন। হামলায় আহত সাংবাদিক প্রভাত ঘোষ বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আক্রান্ত সাংবাদিকের তরফে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করার পরও পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করায় গভীর উদ্বেগ ও পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছে অ্যাসোসিয়েশন। অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে সাংবাদিকরা বৃহত্তর আন্দোলনে আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুশিয়ার দেওয়া হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটি, সিপাহীজলা জেলা কমিটি ও বিশালগড় মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে আহত সাংবাদিক প্রভাত ঘোষের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 04-04-2026, 01:26